শক্তিশেল।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার

সঙ্কলিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা

চোরবাগান ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন ৩০ নং

নিউসরকার্স প্রেসে মুদ্রিত।

সন ১২৮২ সাল।

মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।।

শক্তিশেল।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার

সঙ্কলিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা

চোরবাগান ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন ৩০ নং

নিউসরকার্স প্রেসে মুদ্রিত।

সন ১২৮২ সাল।

রায়ের ভাষার সহিত বর্ত্তমান ভাষার যে তাদৃশ বৈসাদৃশ্য নাই, এই কারণে নাই। সংস্কৃত ভাষার সমুদায় শব্দই বাঙ্গলা ভাষায় আনিতে পারা যায় সুতরাং তৎসমস্ত পরিবর্ত্তসহ নহে। রামমোহন রায় বহু কাল পূর্ব্বে যে সকল সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, আমরাও বর্ত্তমান সময়ে অবিকল তাহাই করিয়া থাকি। তবে, যে যে স্থলে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য না পাইয়া, আপনার বুদ্ধিতে লিখিয়াছেন, সেই সেই স্থলেই তাঁহার সহিত আমাদের যাহা কিছু অনৈক্য ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে দেখা উচিত, সে সকল কিরূপ স্থল। আমাদের সংস্কার আছে, বিভক্তি ও কৃৎ স্থলেই ঐরূপ অনৈক্য ঘটিয়া থাকে। কারণ, বাঙ্গলা ভাষার সেই সেই স্থলেই কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য পাওয়া যায় না; অথবা পাইলে, বাঙ্গলার সহিত সংস্কৃতের কোন প্রভেদ থাকিতে পারিত না। রামমোহন রায় যে স্থলে ‘এতৎ পদের’ বলিয়াছেন, আমরা সে স্থলে ‘এই পদের’ বলিতে ভাল বাসি, যে স্থলে ‘আমারদিগের’ বলিয়াছেন, সে স্থলে ‘আমাদিগের’ এবং যে স্থলে ‘করতঃ’ বলিয়াছেন আমরা সে স্থলে ‘করিয়া’ বলিতে ভাল বাসি।

রামমোহন রায়ের সহিত আমাদের ঐ সকল অনৈক্য ঘটিবার কারণ কি? প্রথম, তাঁহার সময় শিক্ষিত লোক ছিল না, সুতরাং অন্য কাহার রুচির সাহায্য না পাইয়া, তাঁহাকে কথিত স্থলে সংস্কৃতাদি ভাষায় রুচির সাহায্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন ‘কৃত্বা’ বলিলে সংস্কৃত হইয়া পড়ে, আবার ‘কোরে’ বলিলে গ্রাম্যত্ব হয়; সুতরাং কৃ ধাতুর উত্তর ত্বা না লিখিয়া, ‘কর’ এই পদের উত্তর ত প্রত্যয় করাই তাঁহার পক্ষে সুবিধা হইল। কিন্তু ‘করত’ বিমিশ্র বাঙ্গলা বলিয়া কর্ণসুখ না হওয়াতে, আমরা ‘করিয়া’ এই পদের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম।

ফলতঃ, এক ভাষার শব্দের উত্তর আর ভাষার অনুসারে প্রত্যয়াদি করিলে বা এক ভাষার পদের সহিত অপর ভাষার শব্দের সমাসাদি

করিলে, কোন ক্রমেই কর্ণসুখ বা যুক্তিসিদ্ধ হয় না। যাঁহারা বাঙ্গলাভাষার উন্নতি করিতে ইচ্ছুক, এই সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের সতর্ক থাকা উচিত। অল্পমাত্র পরিশ্রম স্বীকার করিলেই, ঐ সকল স্থলে বিশুদ্ধ ভাবে লিখিতে পারা যায়।

বিভক্তি ও কৃদাদি স্থলে আমাদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ বাঙ্গলাভাষায় এরূপ কতকগুলি পদ আছে যাহাদিগকে আপাততঃ শুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা অসাধু। বোধ হয়, পূর্ব্বতন অজ্ঞ বিষয়ী লোকেরা তাহাদিগকে ঐরূপ করিয়া গিয়াছেন। যথা 'তাহার' 'কাহার' 'যাহার' ইত্যাদি। এ স্থলে 'তার' 'কার' 'যার' ইত্যাদি শুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। 'তদ্' 'কিম্' 'যদ্' ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দ হইতে 'ত' 'ক' 'য' ইত্যাদি লইয়া তাহাদিগের উত্তর বাঙ্গলা বিভক্তি যোগে ঐ ঐ পদ সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং, উহাদিগের মধ্যে 'হা' অসিদ্ধ। ফলতঃ, 'হ' ব্যবহার করা বিষয়ীদিগের একটী অভ্যাস। তাঁহারা মনে করেন, 'হ' যোগে কোন কোন শব্দ শুদ্ধ হয়। বোধ হয়, এই নিমিত্তই বিচারালয়ের লেখা পড়ায় 'আমি' স্থলে 'আমিহ' ও 'পুষ্করিণীর পার' ইত্যাদি স্থলে 'পুষ্করিণীর পাহার' ইত্যাদি লিখিত হয়। এইরূপ, কৃদাদি স্থলে 'হইল' 'লইল' ইত্যাদি না হইয়া 'হৈল' 'লৈল' বা 'নিল' ইত্যাদি হওয়া উচিত। স্বরবর্ণ শব্দের প্রথমেই বসিতে পারে, মধ্যে বা অন্তে বসিলে, পূর্ব্বস্থিত ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত উহার সংযোগ হওয়া উচিত।

পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, আমরা বিশুদ্ধ বাঙ্গলার অত্যন্ত পক্ষপাতী। কি পদ্য কি গদ্য উভয় স্থলেই আমরা বিশুদ্ধ বাঙ্গলার প্রিয়বাদী। আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি, বাঙ্গলা উৎকৃষ্ট ভাষা। ইহা সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা অনেকাংশে হীন, কিন্তু আমরা ইহার পদ্যের বিষয় যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে, বাঙ্গলা পদ্য সংস্কৃত পদ্য অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট হইলেও, আর্য্য

ব্যঞ্জনা ও ণ'দাদি ব্যঞ্জনার স্থলবিশেষে তাহার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইতে পারে। ফলতঃ, বাঙ্গলা ভাষার ধাতু ও নাড়ী সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, ইহা কথিত বিষয়ে পৃথিবীর অনেক ভাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বাঙ্গলা ভাষা এরূপ উৎকৃষ্ট হইলেও আমাদের পদ্যলেখকেরা ইহার প্রতি তাদৃশ আস্থা প্রদর্শন করেন না। তাঁহারা অনেকেই, বোধ হয়, মনে করেন যে, বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় উৎকৃষ্ট পদ্য রচিত হইতে পারে না। অনেকের এরূপ সংস্কারও আছে যে, ক্রিয়াসঙ্কোচ, পদসঙ্কোচ ও ব্যাকরণাশুদ্ধি না করিলে, কবিতার মাধুরী হইতে পারে না। কিন্তু আমরা বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করি যে, তাঁহাদের ওরূপ সংস্কার যুক্তিসম্মত নহে। অঙ্গহীন বা বিকলাঙ্গ শরীরের মাধুরী অনুভূত হয় না; ব্যাকরণাশুদ্ধির নিয়ম করিলে ভাষারও বন্ধন থাকে না। অধিকন্তু, ভাষা অল্প দিনের মধ্যেই দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে। সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণাশুদ্ধির নিয়ম নাই এবং পাঠক ইহাও মনে করিবেন না যে, ইংরাজী পদ্যে বাঙ্গলার ন্যায় কথায় কথায় ব্যাকরণ উল্লঙ্ঘিত হইয়া থাকে। শুনিয়াছি, মিল্‌টনের ইংরাজী রচনা অতি উৎকৃষ্ট। ফলতঃ, মিল্‌টনাদির মত কবি বাঙ্গলায় থাকিলে, বাঙ্গলা পদ্যেরও এরূপ অবনতি হইত না। আমরা ইহাও শুনিয়াছি যে, প্রশস্ত ইংরাজী পদ্য গ্রন্থ সকলে অন্যায় ক্রিয়া ও পদসঙ্কোচ এবং অন্যায় ব্যাকরণাশুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের মধ্যে যে সকল গ্রন্থে ঐরূপ দোষ আছে, তাহাদিগকে ইংরাজী কথকদিগের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক, কবি স্বভাবের অনুগামী ও ভাষা কবির অনুগামিনী হওয়া উচিত। তাহা হইলেই আর কোন গোলযোগ ঘটিতে পারে না। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরাও কহিয়াছেন যে, বক্তা যেরূপ ধরণের লোক, তাহার ভাষাও সেইরূপ হওয়া উচিত। আমরা উপরে যাহা বলিলাম ইহারও অর্থ সেইরূপ। "এ কি রে

বালাই দিদি লাজে মরে যাই" এ স্থলে 'মরিয়া' স্থানে 'মরে' বলা হই য়াছে। লেখক সহস্র সাবধান হইলেও, এ স্থলে তাঁহার লেখনী 'মরিয়া' লিখিতে চাহে না। আমরা ইহাকেই স্বাভাবিক ক্রিয়াদোষ বলি। কিন্তু 'করিতেছে' স্থলে 'করিছে' এইরূপ প্রয়োগ কখনই স্বাভাবিক হইতে পারে না।

অনেকের সংস্কার আছে, ব্যাকরণাশুদ্ধির নিয়ম না থাকিলে, পদ্য লেখা সহজ হয় না। বাস্তবিক, পদ্য লেখা সহজ নহে। আর সহজ হইলেই বা কি? বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক লোকেই ত দুই এক পংক্তি পদ্য লিখিতে পারেন। তবে বাঙ্গালা দেশের নাম কবিদেশ হয় না কেন? আমাদি-গের সংস্কার আছে যে, অন্যান্য দেশের ন্যায় বাঙ্গালাতেও কবি অল্প হইবার কথা; কিন্তু প্রচলিত রীতির অনুসারে বাঙ্গলা পদ্য বাঙ্গলা গদ্যের অপেক্ষাও সহজ রচনীয় হইয়াছে বলিয়া, বাঙ্গলায় এত পদ্যলেখক দেখা যায়।

পাঠক মনে করিবেন না যে, আমাদের শক্তিশেল বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। তবে, অন্য কেহ বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিতে এপর্য্যন্ত চেষ্টা করেন নাই, আমরা করিয়াছি মাত্র। আমরা ক্রিয়াসঙ্কোচাদি পরিত্যাগ করিয়াছি ও বিশুদ্ধ রীতির একান্ত অনুসারী হইয়াছি। তবে অক্ষমতা বশতই বলুন বা প্রচলিত রীতির মায়া বশতই বলুন, 'মোর' 'সনে' প্রভৃতি দুইএকটী অন্যায় কথাও স্থলবিশেষে লিখিয়া ফেলিয়াছি। আমরা যে এই পর্য্যন্ত করিয়াছি ইহাই পর্য্যাপ্ত। আমাদের ছাত্রেরা আবার আমাদের অপেক্ষাও ভাল করিবার চেষ্টা করিবেন। ফলতঃ, আমরা কবিত্বের অভিমানী নহি। ছাত্রদিগকে বিশুদ্ধ রীতিতে কবিতা শিখাইবার নিমিত্ত আমরা এই কাব্য রচনা করিয়াছি।

আমরা মিত্রাক্ষরে লিখিয়াছি, সুতরাং অমিত্রাক্ষরে যতির অবমাননা হয় বলিয়া যাঁহাদের সংস্কার আছে, তাঁহাদিগকেও অনুকূলিত করিয়াছি, সন্দেহ নাই। তবে, কবি হওয়া অদৃষ্টের

কথা। পাঠক সে বিষয়ে আমাদিগকে কোন গালি দিলে আমরা কথাও কহিব না। যিনি আমাদিগের কবিতার ভাষাদোষ দেখাইয়া, তাহা শুদ্ধ করিয়া দিবেন, আমরা তাঁহাদিগের কথাই বিলক্ষণ ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিব।

বোধ হয়, পাঠক শুনিয়া বিরক্ত হইবেন না, লিখিবার সময়ে সেই সেই স্থলে অপরিহার্য্য হইয়াছিল বলিয়া সপ্তম সর্গে অগত্যা কতকগুলি দুরূহ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। বস্তুর নামও বাঙ্গলা ভাষায় অতি অল্প আছে। কথায় কথায় সংস্কৃত অভিধানের সাহায্য লইতে হয়। সুতরাং, এরূপ স্থলে আমাদিগকে অবশ্যই মার্জ্জনা করিতে হইবে।

শ্রীযশোদানন্দন সরকার।

জৌগ্রাম।
৯ ই মাঘ ১২৭৭ সাল।

শক্তিশেল।

প্রথম সর্গ।

ত্যজিয়া হিরণ্য-পুরী অরণ্যে বিহার।
বাল্মীকিরসনা-দেশে বসতি তোমার॥
অর্থের অর্থিনী নও অধনকিঙ্করী।
কে জানে তোমার মায়া সারদা সুন্দরি॥
বসন ভূষণ নাই বাল্মীকির ঘরে।
আপনা আপনি আলো ভূষণে কি করে॥
বরদে তোমার বরে সকলি হইল।
বনের বানরে সেই সিন্ধু বান্ধাইল॥
নিমেষে নূতন সৃষ্টি যদি মনে কর।
কল্পনারূপিণী তুমি কত মায়া ধর॥

পতি বিনা কমলিনী ডুবিবারে চায়।
কম্পনে তোমার মায়া উপজিল তায়॥
অনেক দিনের পথ অরুণের ঘর।
ঘটাইলে ভাল তুমি রাঙ্গা বটে বর॥
বিবাহ হইল বটে ভাবে কমলিনী।
চাহিয়া পথের পানে চির-বিরহিণী॥
দেখিয়া সখীর শোক ভ্রমরী গুমরে।
শোকে কাঁদে তীর-তরু পত্রধারা ঝরে॥
মজিল কূলের বালা তোমারি ঘটনে।
তাই কি সতত সতী ভাব মনে মনে॥
কি আর কল্পনা দেবি ভাবিয়া অসুখ।
তুমি কি করিবে যার বিধাতা বিমুখ॥
মনে কি পড়ে না দেবি সে দিন তোমার।
যে দিন পড়িলা রণে রাবণকুমার॥
আপনি করিলে গান বাল্মীকির বনে।
যে রূপে সোণার লঙ্কা পূরিল ক্রন্দনে॥
বিধির বিপাক এই ভাবিলে কি হয়।
ইন্দ্রজিৎ পড়ে রণে বানরের জয়॥
অমরে জিনিয়া পতি আপনি মরিল।
লঙ্কার প্রমীলা কত কান্দিতে লাগিল॥
বাজিল বিজয়ডঙ্কা গর্জ্জিল বানর।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ কাঁপিল কিন্নর॥
গর্জ্জিয়া অঙ্গদ বীর সিংহনাদ দিল।
বীরদর্পে মহালম্ফে লঙ্কা চমকিল॥

চলিলা লক্ষ্মণ বীর করে করবাল।
যে করে খণ্ডিত আজি লঙ্কার কপাল।
যে করে খণ্ডিত আজি লঙ্কাচূড়ামণি।
লঙ্কেশতনয় সেই লঙ্কার তরণি ॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া বীর পবননন্দন
পশ্চিমে সাগরকূলে দিলা সন্দর্শন ॥
নয়নে রক্তের ধারা নিশ্বাস গভীর।
চকিয়া চকিয়া চক্ষে চাহে মহাবীর ॥
রুধিরে বসন রাঙ্গা রক্ত কলেবরে।
কুঙ্কুম খেলিলা যেন লঙ্কার সমরে ॥
না মরে ব্রহ্মার বরে অঞ্জনাতনয়।
নতুবা সংগ্রামে আজি হইত সংশয় ॥
যার শরে গজরাজ ঐরাবত বীর।
বদন ব্যাদিয়া ভয়ে কুঞ্চিল শরীর।
শূণ্ড গুটাইল ঘটে উদরে লাঙ্গূল।
পৃষ্ঠোপরি বজ্রপাণি ভাবিয়া আকুল।
ভূতলে পড়িল মালা দিব্য পারিজাত।
খসিল হাতের বজ্র শিরে বজ্রাঘাত ॥
সংগ্রামে শুনিয়া যার বিজয়-টঙ্কার।
সে দিন বানর-সৈন্যে গেল হাহাকার ॥
থাকুক অন্যের কথা রাম বন্দী রণে।
ভাগ্যে ছিল বৈনতেয় বাঁচিলা জীবনে ॥
হায় রে বিজয়-লক্ষ্মী চির কাল নয়।
সময় কুটিল অতি কখন কি হয় ॥

বনচারী বনবাসী বনের বানর ।
অনায়াসে দেখ আজি লঙ্ঘিল সাগর ॥
আজি সে দেবেন্দ্র-বৈরী পড়িলা সমরে ।
কিরীট কাড়িয়া কপি বীরদর্প করে ॥
জিনিয়া লক্ষ্মণ বীর দুর্জ্জয় সমর ।
ধীরে ধীরে দেখা দিলা রামের গোচর ॥
করে করবাল বীর রক্ত-কলেবর ।
রৌদ্ররস চলে যেন শান্তির গোচর ॥
হাসিল সকল সৈন্য মহাকুতূহলা ।
জয়শীলে বন্ধুবর্গ প্রায় কোলাহলা ॥
অথবা সতত যার রহে পরাজয় ।
হউক পরম বন্ধু তাহে ভক্তি নয় ॥
হাসিল সুগ্রীব বীর গম্ভীর বদনে ।
বদনে বিকার কিন্তু নির্ব্বিকার মনে ॥
হউক পরম জয় হউক উদয় ।
সসার হৃদয়ে সদা শান্তির বিজয় ॥
জয় রাম বলিয়া উঠিয়া নীল বীর ।
আদরে মুছিয়া দিল বর্ম্মিত শরীর ।
সংবরিতে নারে নীল আনন্দ অপার ।
প্রণয়ীর চপলতা সুখের বিকার ॥
হাসিয়া লক্ষ্মণ বীর নমিলা বদন ।
জয়ীর বিনীত হাস সুখের দর্শন ॥
খসিল বিজয়-বর্ম্ম ঝঙ্কার করিয়া ।
আনন্দ ঘোষিল যেন লঙ্কারে চুম্বিয়া ॥

বাজিল রে শঙ্খ ঘণ্টা ভেরী তূরী নাদ।
রাবণ রাজার আজি বিষম প্রমাদ॥
এ দিকে বিজয় দম্ভ ও দিকে উল্লাস।
রামের বদনে শুধু দুঃখের বিলাস॥
বরঞ্চ দেহের কালী সময়ে না রয়।
হৃদয়ে পড়িলে কালী উঠিবার নয়॥
পড়িল দুর্জ্জয় বৈরী বিষম সমরে।
আনন্দ কাহার আজি অন্তরে না ধরে॥
ভুলিলা বাণের ব্যথা লক্ষ্মণ সুধীর।
প্রফুল্ল নয়নবিম্ব প্রফুল্ল শরীর॥
অলক্ষ্য সে সব সুখ মায়ার নয়নে।
কাতর হইলা রাম হেরিয়া লক্ষ্মণে॥
কথায় কথায় যার আত্মবিস্মরণ।
ধ্যানমগ্ন-সমভাব যাহার নয়ন।
অবশ্য যাহার মনে চিন্তার বিজয়।
সদ্যোজাত সুখ দুঃখ তার লক্ষ্য নয়॥
ধীরে ধীরে প্রণাম করিলা হনূমান্।
ঈষৎ হাসিয়া রাম নয়ন ফিরান॥
কিঙ্করগোচর এই অনন্যগোচর।
প্রভুর মধুর হাস সুখের আদর॥
প্রকাণ্ড মুকুট করে করে ঝলমল।
বিদ্যুৎ সমান প্রভা মহামহোজ্জ্বল।
হীরকে নির্ম্মিত মধ্য মহাদীপ্তিমান্।
পদ্মরাগ মণি মুখে ভাস্কর সমান।

অপূর্ব্ব ব্রহ্মার মূর্ত্তি পশ্চিম বিভাগে।
পশ্চাতে পূর্ণিমাচন্দ্র জ্বলে মহারাগে।
পূর্ব্বদিকে মহাশৃঙ্গ সুমেরু অচল।
বিরচিলা বিশ্বকর্ম্মা মহাকুতূহল।
বৈদূর্য্য মণির হারে কাঞ্চনের ছটা।
নৈঋতে জলদজালে বিদ্যুতের ঘটা।
অপূর্ব্ব অগ্নির কোণে উল্কার পতন।
বক্র বেগে ধূম-কেতু করে পলায়ন।
ঈশানে অলস অঙ্গে সহ প্রেত দলে।
ঈশান বিলাসী সুখে মন্দাকিনী-জলে।
বারুণে সন্ধ্যার তারা হাসে খল খল।
উপরি বৈকুণ্ঠপুরী ধ্রুব সুবিমল।
দক্ষিণ সাগর নীল ভাস্করের তলে।
কাছে বসি শুক্রাচার্য্য হেরে কুতূহলে॥
অপূর্ব্ব মুকুট খান অপূর্ব্ব গঠন।
রামের চরণে বীর করিল অর্পণ॥
ধূমকেতু গ্রহ তারা প্রতিমায় জ্বলে।
ভুবন খসিয়া যেন পড়িল ভূতলে॥
চাহিয়া মুকুট বিম্বে দেখিতে না পায়।
নয়ন চাপিয়া করে বানর পলায়॥
নির্ম্মল মুকুট তলে ফলিল বদন।
নানা দিকে নানা কথা কহে নানা জন॥
ধন্য বীর ইন্দ্রজিৎ ধন্য মায়া জানে।
নয়ন করিল কাণা মুকুটের বাণে॥

সে দিন ভস্মাক্ষ এক আসিয়া সমরে।
কটাক্ষে দহিয়া গেল সহস্র বানরে॥
ইঙ্গিতে অঙ্গদ বীর বুঝিয়া সময়।
দেখিয়া কপির ভ্রান্তি নানা কথা কয়॥
কে জানে কেমন ভাই রাক্ষসের মায়া।
মুকুট ভিতরে যেন সুগ্রীবের ছায়া॥
হ্যা দেখ সুবল কাকা এ কি অলক্ষণ।
মুকুট ভিতরে যেন ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
না জানি গবাক্ষ বুড়া কেমনে ঢুকিল।
কেমনে হইবে বারি কিছু না ভাবিল॥
দর্পণে ফলিল যদি নিজের বদন।
অজ্ঞান ভাবিয়া কপি শুনিয়া বচন।
উরঃ কাঁপে দুরু দুরু নিশ্বাস সঘন।
লাঙ্গুল পড়িল ভূমে বিহ্বল নয়ন।
আস্তে আস্তে কাছে যায় নিমেষ না নড়ে।
চরণে করিয়া স্পর্শ চীৎকরিয়া পড়ে॥
কহিতে লাগিল কপি স্খলিত বচন।
রাক্ষস বানরী ইহে আছে অগণন॥
দেখিয়া কপির ভ্রান্তি হাসে রঘুবীর।
হাসিয়া শিবিরে গেল অঙ্গদ সুধীর॥
একে একে প্রণমিয়া উঠিল সকলে।
চলিল বানরসৈন্য মহা কোলাহলে॥
হউক পাষাণ তবু আত্মীয়ের মন।
চাহিয়া মুকুট পানে কান্দে বিভীষণ॥

হাহা পুত্র ইন্দ্রজিৎ গুণের নিধান ।
কি আর কান্দিব আমি মায়াবী পাষাণ ॥
গঠিল আমারে বিধি আত্মনাশকারী ।
সন্তানঘাতক আমি হইয়া সংসারী ॥
হিত বাক্যে বিপরীত না হয় মনন ।
চরণ হানিলা তাই ভাই দশানন ॥
অদোষে আমারে বিধি করিল ভিখারী ।
জীবন-যাপক আমি রঘুদেব-দ্বারী ॥
রাজনীতি কালকূট বুঝিতে না পারি ।
আপন কল্যাণে আমি তনয়ে সংহারি ॥
অভাগিনী সরমার অঞ্চলের ধন ।
আমারি মন্ত্রণা পাশে সাধিল জীবন ॥
কার তরে প্রজাহীন রাজত্ব লইয়া ।
সংসারী হইব আমি তনয়ে বধিয়া ॥
রাখিব দারুণ কথা জলধির কূলে ।
আপনি দংশিয়া কোপে আপন অঙ্গুলে ॥
আদরে হৃদয়ে কত পালিয়া তোমায় ।
অনায়াসে বলি শেষে মৃত্যুর উপায় ॥
খুড়া নহি আমি রে মায়াবী বিভীষণ ।
আমার সন্ধানে এই তোমার মরণ ॥
এই রূপে বিভীষণ করিলা রোদন ।
সুগ্রীব সদয়ে দিলা প্রবোধ বচন ॥
মহানে সরল ভাব কভু হীন নয় ।
এ দিকে পরম বৈরী ও দিকে সদয় ॥

সহজে দয়ালু রাম দেখিয়া অধীর।
বিভীষণ সংবরিলা নয়নের নীর॥
কাহার আনন্দ-দিন কাহার সংহার।
রাক্ষস সেনার আজি মহা হাহাকার॥

কি রূপে সংবাদ দিবে লঙ্কার ভিতরে।
মিলিয়া সকল সৈন্য যুক্তি চিন্তা করে॥

ভগ্নদূত বলে হায় লঙ্কাপুরী দেখা যায়
কেমনে প্রবেশ আজি করিব উহায়।
কেমনে প্রভুর বাস প্রভুনিন্দা বহে দাস
প্রভুর মুখের হাসি কেমনে লুকায়॥

ইতি ইন্দ্রজিন্মুকুটবর্ণনা নাম
প্রথম সর্গ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

সুমেরু গিরির শৃঙ্গে লঙ্কার নির্ম্মাণ
লঙ্কার পরিখা শোভে আপনি সাগর।
অমূল্য মাণিক মুক্তা লঙ্কার সাগরে
দেবের দুর্ল্লভ পুরী লঙ্কার নগর॥

মন্দাকিনী-নদী-তীরে দেবের নিলয়
ভোগবতী-নদী-পারে পাতাল নগর।
কিন্নর-নগরে বহে গঙ্গা আর নদী
লঙ্কার চরণে বান্ধা আপনি সাগর॥

জানি অহে ভাগীরথি মহিমা তোমার
যে জন্য সাগর সহ সঙ্গম খেলাও।
লঙ্কার নূতন নিত্য হরিয়া সন্দেশ
লঙ্কার সুখের সুখী শঙ্করে ভুলাও॥

না জানি কখন্ কোথা লঙ্কার রাবণ
থর থর কাঁপে ভয়ে সুর-পারিজাত।
আপনি বাসর-মণি জানিতে সংবাদ
লঙ্কার সাগর দিয়া করে যাতায়াত॥

সাগর শয়ন-সুখী উঠিতে না পারে
কে দেয় জলের ছটা লঙ্কার বাহিরে।
ভয়ে ভীত নিশানাথ ভাবিয়া উপায়
ধরিয়া আপন করে তুলে জলধিরে॥

অমরা-পুরীর পতি যে পুরীর দ্বারে
অষ্টাদশ পুরী এই সেই লঙ্কাপুরী।
ময়দানবের সঙ্গে মিলিয়া সুধীর
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিলা বিশ্বের চাতুরী॥

ভাঙ্গিব বলিয়া বলী বজ্রপাণি যার
হুঙ্কার করিয়া বজ্র হানিল সে দিন।
ফিরিল নিজের বজ্র নিজের মাথায়
কাল-দণ্ড পলাইল ভাবিয়া মলিন॥

কপালে মাণিক জ্বলে অতি অপরূপ
চারি দিকে চারি চারু লঙ্কার তোরণ।
দিবস নিশীথে যেন নয়ন চাহিয়া
সমুদ্র-লহরী পুরী করে বিলোকন॥

দিক্-পাল দানব দেবের ভয়ঙ্কর
দ্বারবান্ দাণ্ডাইয়া দণ্ড বাম করে।
দক্ষিণে প্রকাণ্ড জাঠা প্রচণ্ড-গঠন
বিদ্যুৎ সমান জ্বলে ভাস্করের করে॥

প্রাচীর হইয়া পার পুরীর ভিতরে
প্রবেশ করিল দূত স্তম্ভিত-চরণ।

সমুদ্র লহরী-লীলা খেলে যেই খানে
পাতাল-সুরঙ্গ দিয়া করিয়া গমন॥

বিনা দোষে রঘুনাথ করিলা বন্ধন
লঙ্ঘিলা বানর-সৈন্যে জীবনে কি সয়।
তাই বা শোকের ভরে উচ্ছ্বসে জলধি
ডুবেলা রাজার বাটী উপনীত হয়॥

প্রবল বৈরীর করে অবশ্য বিজয়
কি আর করিবে সিন্ধু কে বা রক্ষা করে।
তবু কি মনের ক্ষোভ সহজে পলায়
গর্জ্জন বিতরে ফণী বিশিয়া বিবরে॥

কি আর প্রবাল মুক্তা মাণিক ভূষণে
অমূল্য মাণিক সেই স্বাধীনতা-ধন।
তাই বা মনের শোকে রাবণ-ভবনে
প্রস্তর-পুলিনে সিন্ধু করে সম্পতন॥

প্রবিশিল ভগ্ন-দূত পরিখার পারে
অপূর্ব্ব পৃতনা-পুরী মহাভয়ঙ্কর।
জয়-মদে পুরী-চূড়া লঙ্ঘিল গগন
দেখিয়া দেবের পুরী কম্প-কলেবর॥

পাষাণে রচিত দেহ কে জানে রচিল
পাষাণ স্ফুটিয়া যায় দেহের স্ফোটনে।
একে ত সৈনিক জাতি তাহাতে রাক্ষস
পাষাণ বিদরে দরে চাহিলে নয়নে॥

নয়ন কুটীরে মগ্ন দর্শন কুটিল
কপাল পরম উচ্চ নিশ্বাস গভীর।
লম্বিত বিপুল ওষ্ঠ সুদীর্ঘ চিবুক
বন্ধুর কপোল-দেশ বিশাল শরীর॥

হাহা হিহী কোলাহল আমোদে মাতিয়া
সুখের বারুণী-সখী অঙ্গ আবেশিল।
প্রাচীরে ঝনিল মাথা চরণে টলিয়া
পর্ব্বত-শিখরে যেন বজ্র টঙ্করিল॥

লম্ফ দিয়া কুতূহলে বদন ব্যাদিয়া
চুম্বন করিল কেহ ঘোটকীর গলে।
পলায় অস্থির ঘোটী দশন-জ্বালায়
পূরিল সকল সৈন্য হাস্য কোলাহলে॥

নয়নে ঘুরিয়া চায় আদরে টলিয়া
তর্জ্জিয়া করিণী-শিরে করে মুষ্ট্যাঘাত।
আপনি আপন মদে আপনা বিস্মৃত
শুণ্ডাঘাতে হত গণ্ড না করে দৃক্পাত॥

হৃদয়ে রুধির ঝরে দন্তের ছেদনে
মধু-মদে মত্ত মল্ল করে নিরীক্ষণ।
উঠিল সহসা মনে অগ্নির সংশয়
চীৎকার করিয়া বেগে করে চংক্রমণ॥

শুনিয়া সৈনিক দলে মহাকোলাহল
চাহিয়া সেনার পতি আরক্ত নয়নে।

প্রহারে দুর্জ্জয় গদা পৃষ্ঠের উপরি
চীৎকার করিয়া মল্ল লুকায় ভবনে ॥

অদূরে আয়ুধ-পুরী অপূর্ব্ব রচনা
সদাই আলোক-ময়ী অস্ত্রের কিরণে।
গর্ভিণীর গর্ভভার ঘাতকের পাপ
অন্তরের তেজস্বিতা না রয় গোপনে ॥

সুরপুরী হত-শোভা যাহার শিখায়
এই সেই নন্দন-বনের দাবানল।
এই সে আয়ুধ-পুরী রাবণের পুরে
সপ্তসূর্য্য সম তেজে দহে ভূমণ্ডল ॥

দক্ষিণ পূতনা-পুরে বন্দীর ভবন
নীরব হইয়া বহে আপনি পবন।
পলায় সূর্য্যের বেটা রাক্ষসের ভয়ে
আপনি সমরে বন্দী সহস্র-লোচন ॥

স্মরিয়া বাণের ব্যথা দেবের সমরে
দন্তে দন্ত নিপীড়িয়া চাহে নিশাচর।
গবাক্ষ-বিবরে চাহে জ্বলন্ত নয়নে
দেখিয়া দেবতা-বন্দী কাঁপে থর থর ॥

বসন তিতিয়া যায় নয়নের জলে
হাহাকারে মহাকারা প্রতিনাদ করে।
বাতুল হইয়া বন্দী শোকের জ্বালায়
মনের বেদনা গায় প্রহরী গোচরে ॥

স্বর্গের দেবতা আমি সুখী চিরদিন
পারিজাত তুলি আমি নন্দনের বনে।
অপ্সরা-রূপসী মোরে সদা হাসি হাসি
কি সুখে রহিব আমি রাবণ-ভবনে॥

আর না যাইব আমি পারিজাত-বনে
আর না ঢুকিব কভু ইন্দ্রের ভবনে।
শচীর ভবনে আর বহিব না ফুল
সন্ন্যাসী হইব আমি স্বর্গের কাননে॥

প্রাণের প্রেয়সী মোর কান্দিতে লাগিল
কান্দিলা জননী কত পথে দাণ্ডাইয়া।
দুরাত্মা রাক্ষস তবু মায়া না বুঝিল
বসন বান্ধিয়া গলে আনিল ধরিয়া॥

অসংখ্য বানর বন্দী পূর্ব্ব চমূ-পুরে
বদন ফিরিয়া রহে গবাক্ষের দ্বারে।
কত দিনে উদ্ধারিবে ঠাকুর লক্ষ্মণ
কত দিনে লম্ফে ঝম্পে দহিবে লঙ্কারে॥

মনে কি পড়ে না সেই চিত্রকূট-বন
পাথরে শয়ন আর ঝরণার জল।
কি শোকে অসুখী তবে লঙ্কার কারায়
কি দোষে সোনার শয্যা শয়ন গরল॥

এতই কি গিরি-গুহা শয়নের সুখ
তরু-শাখা এতই কি সুখের আসন।

এতই কি সুমধুর কাননের ফল
মৃগসখা এতই কি মনের মনন ॥

আহা কি সুখের ভ্রম স্বাধীনতা নাম
হায় কি সুখের সেই স্বাধীন ভ্রমণ।
বরঞ্চ সিন্ধুর তীরে সমরে মরণ
নপুনঃ লঙ্কার গৃহে কাঞ্চনে শয়ন ॥

পশ্চিম পৃতনা-পুরে পুর-শোভাকর
রাজ-সভা পুর শোভে মহামনোহর।
স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল-বিজয়ী রুচিমান্
আপনি রাবণ রাজা যাহার ঈশ্বর ॥

রণ-বন্দী কুবের বরুণ পুরন্দর
প্রবেশ করিলা যবে লঙ্কার সভায়।
দেখিয়া পুরীর শোভা ভাবিতে লাগিলা
পরলোকে বিধি বুঝি দিলা দেবতায় ॥

কি বা শোভে দেবসভা মন্দাকিনী-কূলে
কেন আকিঞ্চন তায় লভিবার তরে।
ভবনদা বৈতরণী কেন হয় পার
বৈকুণ্ঠ রহিলা যদি লঙ্কার সাগরে ॥

বৃথায় নাগের পতি মণিরত্ন তরে
গুরুভরা বসুন্ধরা ধরিলা মাথায়।
দেখুক কেমন শোভা লঙ্কার সভায়
মাণিক সোপানে কত গড়াগড়ি যায় ॥

রাবণ পরমবৈরী লঙ্কায় কে যায়
কে বা আর রাজনীতি শিখায় তনয়ে।
রাজ-দূত নহে হিংস্য ভাবিয়া দেবেশ
জয়ন্তে রাখিলা দূত লঙ্কার আলয়ে॥

চন্দ্রসূর্য্য-লীলাখেলা সাগরের জলে
চারি দিকে লঙ্কা-পুরী সাগরে মণ্ডিত।
সাগরে উদিত অস্ত গ্রহ তারাপতি
জ্যোতিষে লঙ্কার সভা সহজে পণ্ডিত॥

পৃতনা-পুরীর পারে বহে তরঙ্গিণী
বিচিত্র রমণী-পুরী তরঙ্গিণী পারে।
বৃথা শোভে সুরপুরে সুর-তরঙ্গিণী
সুরত-রঙ্গিণী শোভে মিছা চন্দ্রহারে॥

ঐ বুঝি দেখা যায় অশোকের পুরী
অশোকের পুরী কিন্তু শোকের ভবন।
বয়োদোষে বিশ্বকর্ম্মা সকলি ভুলিলা
কি নাম গঠিতে গিয়া কি নাম গঠন॥

সোনার প্রাচীর ঐ চারি পার্শ্বময়
যেমন আকার নয় তেমন প্রকার।
থাকুক ফণায় মণি থাকিলে কি হয়
উদরে অনাথা কেহ করে হাহাকার॥

হউক শোকের বন পঞ্চবটী বন
বিজনে প্রণয়ি-সঙ্গ শোকের ত নয়।

হউক অশোক-বন চারু উপবন
বিফল হইলে আর সুখের কি হয়॥

কে তুমি কনক-লতা অশোকের তলে
কর-ভরে অলসিয়া অশোক-শাখায়।
বাম পদে দিয়া ভর দক্ষিণ চরণে
অধোমুখী কি ভাবিয়া কি লিখ ধরায়॥

একে ত তরল তাহে সহজে কাতর
কপোল আপন ভার সহিতে না পারে।
হেরিয়া দক্ষিণ ভুজ দিল উপাধান
ঢলিয়া পড়িল বেণী নিতম্বের পারে॥

খসিল ধরণী-তলে হৃদয়-বসন
ভাসিল কমলকলি কান্তি-সরোবরে।
ধীরে বহে শূন্য ভরে নয়নের জল
পলায় চেতনা-সখী শ্বসিয়া কাতরে

অদূরে সরমা-পুরে সরমা সুন্দরী
পতি-বিরহিণী সতী পুত্র-বিয়োগিনী।
হউক রাক্ষস-যোনি যোগিনীর ভাব
কৌমুদী রবির সুতা নহে সন্তাপিনী॥

কণ্টকী-লতায় ফুল অভাব ত নয়
প্রস্তরে মাণিক-লাভ নহে অসম্ভব।
দুর্ম্মতি-রাবণ-গৃহে সরমা-সঙ্গতি
নহে অপরূপ কিংবা নহে অভিনব॥

শূন্য ভাব সরমার তরণীর শোকে
বৃথায় সংসার আর মিছা আর বাটী।
অঙ্গনে সোনার থালা গড়াগড়ি যায়
পড়িয়া ঘাসের বনে মুক্তা পরিপাটী॥

ময়দানবের পুরী অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ
ময়দানবের কন্যা আপনি যথায়।
আপনি সন্দেশ-বাহী মলয় পবন
আপনি রাবণ রাজা নিত্য আসে যায়॥

চন্দ্রকান্ত-মণিময় অঙ্গন-বিভাগ
তরঙ্গ খেলায় যেন তমোহর-করে।
গৃহের বিতানে শোভে পদ্মরাগ-মণি
কহ্লার সমান তার প্রতিবিম্ব ধরে॥

স্ফটিকে রচিত ভিত্তি আছে বা কি নাই
কে জানে কিসের দ্বার দেখিতে না পায়।
আপনি রাবণ রাজা কত শত বার
প্রবেশ করিতে গিয়া ঠেকিলা মাথায়॥

অপূর্ব্ব গৃহের মাঝে দর্পণ-রচনা
একা মন্দোদরী শোভে শত মন্দোদরী।
হেরিয়া বিংশতি-বাহু ভাবিয়া আকুল
একেরে ধরিতে গিয়া আরে পাছে ধরি॥

বিবিধ কুসুম-লতা অঙ্গনের পারে
ঢলিয়া কুসুম-রসে ভ্রমর খেলায়।

এ কি আর অপরূপ শয়ন-মন্দিরে
ভ্রমর খেলায় কত কুসুম-লতায় ॥

অদূরে পরম শোভে কেলি-সরোবর
কলহংস করে কেলি কেলি-সরোবরে।
শিহরে কামিনী-কুল কলহংস-কলে
কাতর কামীর কুল কামিনীর তরে ॥

কেলি-কদম্বক-কূলে ভাবিয়া ভাবিয়া
আদরে বকুল-মূলে রাখিয়া বসন।
ঝাঁপিয়া কামিনী কেহ সরসীর জলে
চাহিয়া বকুল-তলে কহে বিবরণ ॥

এ কি রে বালাই দিদি লাজে মরে যাই
কে ধরিবে তায় হায় কহি বা কাহায়।
আকুল ভাবিয়া সই অকূল পাথার
দুকূল হরিল চোরে বকুল-তলায় ॥

কেলি-সরোবর-পুরী-প্রাচীরের পারে
অদূরে প্রমীলা-পুরী ঐ দেখা যায়।
বারণ করিলা তবু না শুনিলা নাথ
না জানি বিধাতা বুঝি ঘটায় কি দায় ॥

আর কি ফিরিবে সেই জিনিয়া সমরে
লঙ্কার সমর আজি মহাভয়ঙ্কর।
কুপিয়াছে নাগ-পাশ-জ্বালায় জ্বলিয়া
সন্ন্যাসী সীতার পতি মহাধনুর্দ্ধর ॥

দর্পণ ধরিয়া দেবী কুন্তল সাজায়
আদরে হৃদয়-দেশে ঈষৎ চাহিয়া।
বাঁকিয়া দক্ষিণে বামে হেরিয়া বদন
আপনি দর্পণে চাহে আপনি হাসিয়া॥

প্রমীলা-পুরীর পারে রত্নের ভবনে
নিকষা নিকষা-পুরে করে হাহাকার।
কন্দল করয়ে বুড়ী সূর্পনখা সনে
সর্ব্বনাশী মজাইল সকল সংসার॥

রাজার মহিষী তুই গৃহস্থের বেটী
পঞ্চবটী বনে কি না গেলি তাড়াতাড়ি।
আমার বেটার দ্বারী দেব পুরন্দর
তুই কি না গেলি এক সন্ন্যাসীর বাড়ী॥

কোথা গেলি কুম্ভকর্ণ বাপ রে আমার
তোমা বিনে শূন্য পুরী দেখা দাও বাপ।
কোথা অরে বাপধন অক্ষয়-কুমার
কে মোর বাছারে দিল মরণের শাপ॥

সীতা যে মানুষ নয় আমি কি জানি না
আচম্বিতে জন্মিল মেদিনী ফুটিয়া।
কান্দিলে মুক্তা ঝরে এ কি অলক্ষণ
সে কি না লঙ্কার মাঝে বসিল জুড়িয়া॥

প্রাণ বিনা দেহ যেন গন্ধ বিনা ফুল
বন্ধুতা প্রয়াস বিনা দম্ভ বিনা শূর।

যুক্তি বিনা তর্কবাদ জ্ঞান বিনা মন
কুম্ভকর্ণ বিনা শোভে কুম্ভকর্ণ-পুর ॥

তুঙ্গ পুরী শত-দ্বার মহা-পরিসর
চূর্ণ-হীন গৃহ-ভিত্তি নিশ্বাসের ভরে ।
বিশাল সুবর্ণ-ঘট্ট মদিরা-কলস
কুম্ভকর্ণ-গরিমার পরিচয় করে ॥

অদূরে সুচারু লীলা-চতুরঙ্গ-পুর
এ আর স্বরূপ খেলা চতুরঙ্গালয়ে ।
বৃথা অশ্ব রথ গজ বৃথা মন্ত্রিবল
মহারাজ শশব্যস্ত পদাতির ভয়ে ॥

পাখী গায় কল রবে পশু করে নাদ
ঐ সে রাজার বাড়ী মন্দুরা-ভবন ।
শিখি-শিখা করি-কর সকলি আহত
সে দিন দহিল সবে পবন-নন্দন ॥

দহিয়া হৃদয়-তাপে পুরীর পবন
বন্দিনী বন্দিনী-পুরে করে হাহাকার ।
হেরিয়া বিজয়-লক্ষ্মী হাসিয়া আকুল
দয়া-দেবী পলাইলা সাগরের পার ॥

অবমান ভয় নাই মদনের মনে
অভিতাপ অভিশাপ না মানে বারণ ।
ভাল বীর জয়-লক্ষ্মী তোমার সন্তান
আনন্দে পীড়ন করে বন্দিনী-ভবন ॥

সাগরে প্রশান্ত ভাব নহে অপরূপ
হরিণ বসতি করে শার্দ্দূল-কাননে।
মুনির অভাব নাই দস্যুময় দেশে
চিন্তা-পুর শোভে ঐ রাবণ-ভবনে॥

সুচারু কুসুম-শোভা কানন-বাসিনী
বহু দূরে চন্দ্র-পুরে কৌমুদীর ধাম।
পাতাল-বাসুকিপুরে মণির নিলয়
কে জানে কাহার ঘরে চিন্তার বিরাম॥

পরনারী-পরায়ণ পরম পিশাচ
মদন বিজয়ী যার সে জয়ী কি জয়ী।
তাই বা জানকী-চোরে কহিতে সন্দেশ
জয়ি-পুরে বাস করে পুরী চিন্তাময়ী॥

চারি দিকে তরু-লতা শূন্যময় ভাব
রাবণের চিন্তা-পুরে পবন না সরে।
ধীরে ধীরে দেখা দেয় রবির আলোক
গভীর গহনে যেন যাতায়াত করে॥

গৃহের উপরি দিয়া রাক্ষসের ভয়ে
আকাশ-বিহারী কেহ উড়িয়া না যায়।
না ঝরে ঝঙ্কার দিয়া গাছের পল্লব
কি জানি রাজার পাছে ধ্যান ভঙ্গ পায়॥

অদূরে শিবের পুর চিন্তা-পুর-পারে
কে আর করিবে আজি শিব সন্দর্শন।

শুনিয়া লঙ্কার দ্বারে মহা কোলাহল
ধীরে ধীরে চিন্তা-পুরে বিশিলা রাবণ ॥

না জানি কিসের ডঙ্কা কাঁপিল সকল লঙ্কা
কপিকুলে না জানি কিসের কোলাহল ।
প্রাণ যে কেমন করে কে জানে কিসের তরে
আমার এ দেহ মন হইল বিকল ॥

প্রাণের ভরসা সেই গিয়াছে সমরে ।
কেন আজি রণ-বার্ত্তা না এল সত্বরে ॥
ভাবিয়া কপোল-তলে কর বিন্যাসিয়া ।
বসিল লঙ্কার পতি উষ্ণ নিশ্বসিয়া ॥

ইতি লঙ্কাপুরবর্ণনা নাম
দ্বিতীয় সর্গ ।

তৃতীয় সর্গ।

—o⁀o—

ঐ সে পৃতনা-পুরী ঐ বাজে ভেরী তূরী
আকুল রাজার দূত ভাবিয়া-ভাবিয়া।
সৈনিকের কল কল অন্ত্যভূমি-কোলাহল
স্মরণে সহসা যেন দিল উপজিয়া॥

সেই সেনা সেই পুরী সেই ত বিজয়-তূরী
সেই ত সকলি তবু কোথায় সে তোষ।
একের বিকারে হয় আরের বিকার-লয়
সংসারের দোষ নাই নয়নের দোষ॥

কালমুখী কুম্ভনসা পুরীর পঞ্চম দশা
শূর্পনখা সর্ব্বনাশী না হয় মরণ।
অথবা কি দোষ তার কার দোষ নহে কার
নিজের দোষের দোষী রাজা দশানন॥

সকলি বিধির খেলা মিছামিছি যায় বেলা
কি আর ভাবিয়া আমি প্রভুর কিঙ্কর।
বিলম্ব হইলে পরে কি জানি কোপের ভরে
রাজ-দণ্ড দিবে গলে দশমুণ্ডধর॥

হিত বুঝাইতে গিয়া নয়নে নয়ন দিয়া
চির দিন গৃহ-হীন রাজা বিভীষণ।
না জানি কেমন রোষ না জানি কেমন তোষ
প্রভুর মনের গতি সদাই কেমন॥

রাজ-ধর্ম্ম রাজ-রীতি রাজ-দণ্ড রাজ-নীতি
প্রভুর প্রজার প্রতি নাই অপ্রতুল।
পরের কুমতি-হারী হরিল পরের নারী
নিজের মতির কেহ নয় প্রতিকূল॥
জিনিয়া যমের পুরী বিজয়ে ঘোষিলা তূরী
ভুবনের শঙ্কা ঐ লঙ্কার ঈশ্বর।
নর-বানরের করে সবংশে মরিল পরে
বিধির মারণ মন্ত্রে নাই আড়ম্বর॥
শুনিলে শোকের কথা হৃদয়ে হউক ব্যথা
পরনারী-পরায়ণ তখনি সংবরে।
আহা সেই মন্দোদরী সুরশান্তি-সহচরী
দারুণ তনয়-শোকে না জানি কি করে॥
পতির অমন মতি সতীর নাহিক গতি
পুত্রের প্রতাপ সুখে জীবন-যাপন।
ভালবাসা ভালবাসি সকলি মুখের হাসি
পত্নীর প্রণয়ী রাজা পুত্রের কারণ॥
সে দিন অমরালয়ে দুরন্ত-বাসব-জয়ে
রাণীর ভবনে দিয়া শুভ সমাচার।
কত দিকে কত জন লভিল বিপুল ধন
এবার রাণীর ঘরে শুধু হাহাকার॥
এইরূপ ভগ্ন-দূত ভাবিয়া ভবিষ্য ভূত
পশ্চিম পৃতনা-পুরে দিল সন্দর্শন।
সাগর ফেণের ছলে নিশ্বসে পরিখা-তলে
আবার বন্ধন বুঝি কপালে লিখন॥

হাসিয়া পৃতনা-পতি আসিয়া ত্বরিত গতি
জিজ্ঞাসিয়া কুতূহলে রণ-বিবরণ।
আচম্বিতে শূন্য মুখে ফিরিলা শিবির-মুখে
আকাশ হইতে এই ভূতলে পতন॥
এ কি শুনি অনুচিত বিধি-পন্থা বিপরীত
বর-পুত্র ইন্দ্রজিৎ পড়িলা সমরে।
গেল রে সোনার লঙ্কা ঘুচিল যমের শঙ্কা
হুঙ্কারে পূরিল ধরা বনের বানরে॥
বুঝিতে কি ছিল আর কে আর ভরসা কার
গদা হাতে কুম্ভকর্ণ পড়িলা যখন।
তথাপি ভরসা দিয়া নাগপাশী হুঙ্কারিয়া
সাধের সমরে গিয়া সাধিলা মরণ॥
ত্রিভুবন শূন্যাকার উপায় না দেখি আর
সংসারে শরণ নাই ঐ ভয় পাই।
পরলোকে পুরন্দর ভুবনে বানর নর
রসাতলে বলি বৈরী কোথায় পলাই॥
নিদারুণ যমদূত ভয়ে ভীত সর্ব্ব ভূত
লঙ্কায় সে ভয় নাই রাক্ষসের ঘরে।
সে ভান ঘুচিল আজি বানরে জিনিল আজি
শ্মশান হইল পুরী সন্ন্যাসীর শরে॥
জয়-মদে লম্ফ দিয়া নন্দন-কাননে গিয়া
শ্রবণে পরিয়া সাধে সন্তানক ফুল।
কল্পতরু বিনাশিয়া গর্জ্জিয়া হুঙ্কার দিয়া
কে আর ভেটিবে গিয়া মন্দাকিনী-কূল॥

কে আর বিজয়ি বেশে সুরনদী-তীরদেশে
সুর-নন্দিনীর কেশে করিবে বিলাস।
ভয় নাই ভয় নাই জল মাঝে এস যাই
না যাও লইব বলে বলিয়া সহাস॥
কে আর হুঙ্কার দিয়া পুন্নাম নরকে গিয়া
জয়-মদে কুম্ভীপাক নরকে নামিয়া।
পাতকী ধরিয়া করে উঠিয়া বিজয়-ভরে
বৈকুণ্ঠ-নগরে তারে দিবে উদ্ধারিয়া॥
চাহিয়া যমের পানে কে আর ঐষিক বাণে
যম-দণ্ড বিদারিয়া করিয়া হুঙ্কার।
টঙ্কিয়া বিজয়-তূরী সন্ধিয়া শমন-পুরী
কম্পিত যমানী-শিরে দিবে চূর্ণভার॥
কে আর অমৃতাগারে প্রবেশিয়া অহঙ্কারে
জ্বলন্ত বৈষ্ণব চক্রে দিয়া কর-ভার।
ছিন্ন ভিন্ন কলেবর তথাপি অমর্ষ-পর
জ্বলন্ত অমর-ভক্ষ্যে করিবে থুৎকার॥
পলাও রে ঘণ্টা-কর্ণ গজ-জঙ্ঘ কাল-বর্ণ
ব্রহ্মাশন কাল-কেতু পলাও পলাও।
শচীর কণ্ঠের হার দূরে কর পরিহার
ইন্দ্রের চরণে ধর ভাল যদি চাও॥
পলাও গো পুরবালা বড় ঘরে বড় জ্বালা
রাজ-ঘরে রাণী হওয়া চির দিন নয়।
সন্ন্যাসী সীতার পতি চরমে পরম গতি
পঞ্চবটী চল সতি বিলম্ব না সয়॥

পলাও রে বসা-গন্ধ বৃথায় বিজয়ে অন্ধ
ইন্দ্রের রমণী-পুরী বৃথায় দহিলি।
সন্ন্যাসী বানর-সৈন্যে লঙ্কার দহনদৈন্যে
হুঙ্কার সাধিবে আজি কি তার ভাবিলি॥
পরের বিজয়ে বলী পরদম্ভে কোলাহলী
পরের শুনিয়া কথা নিজের চলন।
ঘুচিলে মস্তক-ভার হস্ত পদ হীন-সার
পরের মরণে এই নিজের মরণ॥
পরনারী-পরায়ণ পরধন-বিনাশন
পরসঙ্গে সদা বাদী রাজা দশানন।
প্রভুর যেমন মতি পুরীর তেমনি গতি
অনেক পাপের পাপী লঙ্কাপুর-জন॥
সভয়ে বরুণ-প্রিয়া গৃহের ভিতরে গিয়া
মকরাক্ষ তোর ভয়ে কাঁপে থর থর।
তুই কি না তার নাসা পদ্মগন্ধ-বহ-বাসা
ছিঁড়িলি ভূষার লোভে অধম কিঙ্কর॥
ভয়ে ভীত চিত্ররথ আপনি খসায় নথ
প্রেয়সীর কর্ণ-ভূষা করিয়া বিদূর।
তবু তুই লোভ-মদে কর ফুল্ল কোকনদে
বর্ষিলি রুধির-ধারা সে রাজ-বধূর॥
বসন কাড়িয়া নিলি কপোল ছিঁড়িয়া দিলি
বিনা দোষে গালি দিলি সন্ন্যাসি-নিকরে।
সেই পাপে সেই তাপে সেই সব অভিশাপে
লঙ্কার মরণ আজি সন্ন্যাসীর করে॥

এই রূপে রক্ষী জন ভয়ে ভীত অনুক্ষণ
নানা দিকে নানা কথা করে আলাপন।
গবাক্ষ-বিবর-ভাগে হৃদয়ের অনুরাগে
শ্রবণ-কলহ করে সুর-বন্দী জন॥
সৈনিকের কল কলে প্রহরীর কোলাহলে
উদ্বেল হইয়া বহে জল্পনা-সাগর।
দক্ষিণে তরঙ্গ দিয়া উত্তর বিভাগে গিয়া
প্রবেশ করিল শেষে রমণী-নগর॥
যুচিল তনয়-তরি মিছা আর মন্দোদরি
সংসার-সাগর-কূলে বসিয়া বসিয়া।
ঘন ঘোর অন্ধকার পশ্চিম ভীষণাকার
দুর্ব্বার অশনি-ভার আইসে গর্জ্জিয়া॥
বৃথায় পূজিলা সতী জটিল প্রমথ-পতি
পতির কল্যাণে মিছা দেবী আরাধিলা।
দেব দেবী শিবা শিবে কে বা আর আরাধিবে
বলীর সকলে সখা হায় গো প্রমীলা॥
কে জানে কেমন সতি কালের কুটিল গতি
কুলের কামিনী কেন কানন-বাসিনী।
একের কাননে বাস আরের বিজয়-নাশ
একের মাথায় জটা অপরে যোগিনী॥
এই রূপে শূন্য ভরে শূন্য-বাণী গান করে
মন্দোদরী মহা ভয়ে পুরীর বাহির।
চরণে দারুণী লাগে কপাট কপাল-ভাগে
প্রাচীর বাজিয়া শিরে চমকে শরীর॥

শূন্য-মতি মহারাণী বদন ত্যজিয়া বাণী
নিশ্বাস-দহন-ভয়ে অন্তরে লুকায়।
নয়ন কাতর অতি জীবন পাষাণ-মতি
বন্ধন-বিহীন তবু যাইয়া না যায়॥
আলু থালু কেশপাশ ধূলায় ধূষর বাস
কুন্তল কাঁপিয়া সারা দেখিয়া শুনিয়া।
দারুণ শোকের ভারে চরণ চলিতে নারে
চিন্তাপুর ধায় রাণী রাবণ স্মরিয়া॥
অদূরে প্রমীলা সতী মোহ-ভরে মৃদুগতি
আকুল ভাবিয়া যেন অকূল পাথারে।
চির দিন রাজ-মানে কখন না শোক জানে
এ আর বিষম জ্বালা কান্দিতে না পারে॥
বলবতী ব্যথা-নদী তরঙ্গ ধরিল যদি
প্রান্তরে যাইতে চাহে অন্তরে না ধরে।
তাই বা ঘর্ম্মের ছলে হৃদয়-গিরির গলে
ঝর্ঝর ধারায় ঐ নির্ঝর প্রসরে॥
রাণীর শরীরে বাস সুখ শান্তি বারমাস
দারুণ দয়িত-তাপ কেমনে সংবরে।
বন্ধন ঘুচিল যার সে কেন বহিবে ভার
তাই বা হৃদয় তাপী বসন পাসরে॥
চরণে রুধির-ধারা অরুণ নয়ন-তারা
বিনা দোষে বিধি বাদী জীবনে না সয়।
ধূলায় ধূষর শির দয়া নাই ধরণীর
সিন্দূর মুছিয়া দিলা শোকের সময়॥

কপালে রুধির ঝরে　　কঙ্কণ বিলাপ করে
ঝঙ্কার করিয়া কান্দে চরণে নূপুর।
গল-দেশে মণিহার　　ছিন্ন ভিন্ন দশাসার
সখীর শোকের শোকে সবাই বিধুর॥
আহা মরি ঠাকুরাণী　　কে হেন দারুণ বাণী
কে হেন সময়ে আজি কহিল্য তোমায়।
কান্দে সব নিশাচরী　　আহা মরি মরি মরি
মায়ের গুণের কথা কহনে না যায়॥
বিধির বিধানে ছাই　　কার ভাগে সুখ নাই
কে জানে কপালে দিদি কাহার কেমন।
রাজরাণী রাজ-বালা　　তার কেন হেন জ্বালা
কেন বা এমন দিনে কপালে এমন॥
কহিবারে ভয় বাসি　　কোথাকার সর্ব্বনাশী
মায়াবিনী এসেছিল অশোকের বনে।
দিবা নিশি উপবাসী　　কাল মুখে নাই হাসি
কি জানি কি তপে জপে আপনার মনে॥
এই রূপে সহচরী　　কিঙ্করী রজনী-চরী
রাণীর ভবনে করে মহা কোলাহল।
পিঞ্জরে সারিকা কাঁদে　　বিনাইয়া অনুবাদে
কল-হংস কেলি-গৃহে করে কল কল॥
অদূরে জননী ধায়　　বাতুল হরিণী প্রায়
কাতর চাতকী যেন মেঘনাদ-শোকে।
মণিমালা ঝলমল　　একাবলী সুচপল
চপলা চমকে যেন রবির আলোকে॥

পুরনারী শত শত পাছে পাছে দ্রুতগত
কল্লোল করিয়া যেন জাহ্নবী খেলায়।
চারি দিকে হাহাবাণী প্রলয় সমান রাণী
শোক-সিন্ধু যুবরাণী চরণে লুঠায়॥
ময়দানবের কন্যা রূপে গুণে মহী-ধন্যা
দেব-রাজ যার পদে বন্দনা-শরণ।
সে আজি ধরণীতলে ভাসিল নয়ন-জলে
মরণ তোমার রুচি কেমন কেমন॥
কে বুঝে কেমন লীলা দশরথে বিনাশিলা
লঙ্কার হইল ভয় সিন্ধুর বন্ধন।
যে খেলে সরযূতীরে সেই ত সিন্ধুর নীরে
কে বলে অসংখ্য বিধি বিধি এক জন॥
এই রূপে ঘরে ঘরে শূন্য-বাণী গান করে
হাহাকারে চিন্তা-পুরে চকিলা রাবণ।
ত্রিপুরারি পদ-চারে যে পুরে বিশিতে নারে
সে পুরে আসিল আজি রমণী-রোদন॥
এ কি আর অপরূপ চারি দিক্ শূন্য-কূপ
ভাস্কর খসিয়া যেন ধরায় পড়িলা।
শ্রবণে ঝিল্লীর রব তন্দ্রাভাব অভিনব
এ এক দিবসে নিশা বিধাতা গঠিলা॥
এই সে শোকের ভয় হৃদয় শিথিল হয়
শ্রবণ নয়ন মন সকলি কেমন।
ইন্দ্রের অশনি-ভার হৃদয়ে সহিল যার
শোকের সায়কে আজি সেও বিচেতন॥

শরীর-কদলী কাঁপে বিষম বিষম তাপে
হৃদয়ে প্রবল ধারে বহে ঘর্ম্ম-জল।
চরণে কম্পন তায় অবশ সকল কায়
বসিলা লঙ্কার পতি ভাবিয়া বিকল॥
ক্ষণকে চেতন-লয় ক্ষণকে চেতনা হয়
ক্ষণক পাতালে যেন প্রবিশে ধরণী।
ধরিয়া ভৈরবী-লীলা দশাননে দেখা দিলা
মহামায়া মোহময়ী দেবী পুরাতনী॥
কপালে পাংশুর ছটা শিরে শোভে রাম-জটা
সীতার নয়ন-জল বহে দু নয়নে।
কুন্তলে জড়িত মুখ নিশা-শেষে অময়ূখ
চন্দ্রমা গলিত যেন অশোকের বনে॥
ছিন্ন-মুখ ছিন্ন-কেশ ধূলায় ধূসর-বেশ
হৃদয়ে পড়িয়া যেন অক্ষয়-কুমার।
করযুগে কুম্ভকর্ণ গত-মুণ্ড হত-বর্ণ
সংসার-সাগরে যেন করে হাহাকার॥
ঘন ঘন বহে শ্বাস নিবিড় জলদ-বাস
গভীর-শর্ব্বরী-শোভা মহাভয়ঙ্করী।
শ্রবণে স্বাপন শর প্রাণি-কুল-ভয়ঙ্কর
সংসার-নাশিনী যেন কাল-সহচরী॥
শবনেত্র সরুধির বানরে দলিত-শির
সোনার সে ইন্দ্রজিৎ শোভে পদতলে।
অধরে নিষ্ঠুর হাসি দেখিবারে ভয় বাসি
অরি-নারী হাসে বুঝি মন্দাকিনী-জলে॥

শচী নাচে পতি-পাশে লঙ্কায় বানরী হাসে
ইন্দ্র চন্দ্র রণে যেন করে হুহুঙ্কার।
বানরে হইবে পতি পলায় প্রমীলা সতী
হাহাকারে লঙ্কা যেন করে হাহাকার॥
এই রূপে মহামায়া মোহরূপী দেব-জায়া
রাবণের চিন্তা-পুরে করে মহারণ।
হাহা-পূর্ণ অবরোধ শোক-ভরে কণ্ঠরোধ
কোপ-ভরে কহে কথা লঙ্কার রাবণ॥
কে তুমি কঙ্কাল-ময়ী কালরূপী অবিনয়ী
দারুণ স্বপ্নের বেশে করিলে লঙ্ঘন।
কে বা তোর উপদেশ দেবের দারুণ দ্বেষ
জীবনে সহিতে নারে রাজা দশানন॥
কি কহিলি সমাচার ইন্দ্রজিত্ নাই আর
ইন্দ্রজিত্ নাই মোর তাও যদি সয়।
সময়ে দ্বারের দ্বারী অসময়ে পর-চারী
দেবের লঙ্ঘন মোর কভু সহ্য নয়॥
রহ রহ পুরন্দর এখনো ব্রহ্মার শর
এখনো স্বয়ং ব্রহ্মা রাবণের দ্বারী।
কুমন্ত্রণা কর সার রহ রে অরে দুরাচার
দশমুণ্ড-ধারী আমি যমদণ্ড-হারী॥
এখনো সে অমরীর রুধিরে ব্যথিত শির
এখনো শিরের ব্রণ কেশে ঢাকে নাই।
এখনো ব্রণের সাজ ভগ্ন-দন্ত গজরাজ
মস্তকে বহিয়া মরে শুনিবারে পাই॥

এখনো সে যমানীর উদ্বেল নয়ন-নীর
ব্রহ্মার ভবনে করে করুণা-কথন।
এখনো যমের দাস ভিন্ন-কণ্ঠ হৃত-নাস
আকাশ-গঙ্গার জলে করে বিলুণ্ঠন॥
হউক শচীর হার ছিন্ন-ভিন্ন-দশাসার
বিধুর-বদন বিধু প্রমীলার দ্বারে।
মনে কি পড়ে না তার দশমুণ্ড-গদাভার
সুরবধূ-মুখ-মধু সহিবারে নারে॥
সকলি গিয়াছে যার কি আর ভাবনা তার
কি ভয় যাহার নাই সংসার-বন্ধন।
দেখিবে আমার বল স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল
ভুবনে প্রলয় আমি করিব্ সাধন॥
করিয়াছি ঘোর পাপ জীবনে পরম তাপ
মরণে নরকে গতি জীবনে মরণ।
গতি মুক্তি নাই যার রাজভয় নাহি তার
ব্রহ্মার সেবক আর নহে দশানন॥
জিনিয়াছি দশ লোক চরমে পরম শোক
শঙ্করা আমারে তুমি দিলে অকারণ।
অনেক পূজনে পূজা করিয়াছি অসি-ভুজা
এ বার সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জ্জন॥
শিরে ধর জটাজাল ববম্ বাজাও গাল
আরে রে মাদক-সেবী ধূর্জ্জটী কুটিল।
যার ঘরে কর বাস তারি কর সর্ব্বনাশ
লঙ্কার বাহির তুমি হও রে জটিল॥

এই রূপে কহে কথা হৃদয়ে দারুণ ব্যথা
ক্ষণেক রাবণে যেন সাধিল প্রলয়।
দারুণ বাড়বানল দহিল সিন্ধুর জল
বিংশতি ধারায় মুখে লবণাম্বু বয়॥
বিষম বাষ্পের ভার মুহু করে সমুদ্গার
দশ মুণ্ডে দশ নাসা বিধির গঠন।
ঘন ঘোষ আচম্বিত জীব-লোক সশঙ্কিত
কুড়ি চক্ষু রক্ত-বর্ণ রুষিলা রাবণ॥
কোপে কাঁপে দশ-গণ্ড দশ করে রাজ-দণ্ড
দশ-দিগ্-জয়ী কাঁপে লঙ্কার রাবণ।
দশ মুণ্ডে দশ মণি বিষম প্রলয়-ফণী
অপার দহনে যেন করে আস্ফালন॥
আলু থালু পট-বাস স্ফুরিত কস্তূর বাস
সমীপ-পবনে মুহু করে জাগরণ।
পদ-ভরে পুরী কাঁপে উন্মাদ অশনি তাপে
মৈনাক ভূধর যেন করে বিচরণ॥
কপালে চন্দন গলে বিশাল বক্ষের তলে
কাশ্মীর-বনজারুণ ঘর্ম্ম-জল ঝরে।
কলেবর সজৃম্ভন অবসন্ন ভুজগণ
জল-জন্তু চলে যেন প্রলয়-সাগরে॥
আগে ধায় পুরচরী পাছে ধায় মন্দোদরী
ক্ষণেক রাবণ রাজা ফিরিয়া না চায়।
দারুণ সংশয়-বেশ শিব-পুরে পরমেশ
বিকার বুঝিয়া ভাবে অন্তরে লুকায়॥

কোপে কাঁপে সতরঙ্গ বিশাল ভ্রূকুটী-ভঙ্গ
সৌদামিনী খসে যেন যন্ত্র-সূত্রগণ।
মন্দোদরী হাহাকারে তিলেক বারিতে নারে
উন্মাদ-বিনয়ে কহে রাজা দশানন॥
রহ রহ মন্দোদরি শিবের চরণে ধরি
শিবের চরণে আমি করি প্রণিপাত।
আগে নহে প্রণিপাত বিনিপাত বিনিপাত
শঙ্করীর শিরে আগে করি খড়্গাঘাত॥
শ্মশানে বসতি করে প্রাণি-সঙ্গ পরিহরে
নগরে কেমন মায়া জানে না কিঞ্চিৎ।
শিবা-দোষে সব নষ্ট নগরে শ্মশান-কষ্ট
নগরে শ্মশান-কষ্ট হাহা ইন্দ্রজিৎ॥
এই রূপে কটু কহে সন্তাপে হৃদয় দহে
দাব-দগ্ধ মহাফণী উদ্গারে গরল।
গর্জ্জন করিয়া ধায় অদূরে শুনিতে পায়
অশোক-বাসিনী সীতা কম্প-কোলাহল॥
সংবরিতে দিগ্-বাস বাঘছাল জটা-পাশ
অদূরে পবন-বেগে ধূর্জ্জটী পলায়।
শিবা ধায় সহদল পাখী করে কোলাহল
তর্জ্জিয়া রাবণ রাজা পাছে পাছে ধায়॥
অবসন্ন গলদেশ কঙ্কাল-বিরল বেশ
নিদ্রিত-নয়না সীতা চাহিলা নয়নে।
অধীর ভাবিয়া সতী নিমেষে লঙ্কার পতি
শার্দ্দূল বিশিলা যেন হরিণীর বনে॥

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত আচম্বিতে উল্কাপাত
কল্লোল-নিপাত যেন তস্কর-পতন।
কালকূট- মহাকূপ বৈধব্য দারুণ-রূপ
সম্মুখে রাবণ করে তর্জ্জন গর্জ্জন॥
এই সে রমণী-পাপ জীবনের অভিশাপ
এই সেই অক্ষয়-কুমার-বিঘাতিনী।
গৃধিনীর ঘোর রাব নগরীর জরা-ভাব
এই সেই সিন্ধুর বন্ধন কলঙ্কিনী॥
যার তরে সর্ব্বনাশ তারি কর অভিলাষ
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মোর নয়নের তারা।
চিনিতে নারিলি ওরে ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে
করাল-বদনা মোর কৃপাণের ধারা॥
নারী-বধে অপনাম কূট-বুদ্ধি তোর রাম
সূর্পনখা নাক কান কাটিল নির্ঘাত।
নাম বটে নারী-চোর কূট বুদ্ধি নাই মোর
আপাদ কাটিয়া তোরে করিব নিপাত॥
তুলিব সকল শোধ না মানিব উপরোধ
সেতু-বন্ধে নিয়া তোরে দিব বলি-দান।
ঘুচিবে সকল শোক রাক্ষসের প্রেতলোক
সীতার রুধিরে কর পারণের পান॥
এই রূপে অসি করে দশ-মুণ্ড কোপ-ভরে
গর্জ্জন করিয়া ধায় কাটিবারে মন।
আপনি হরিয়া করে আপনি তর্জ্জন করে
বিড়াল মূষিকা যেন করে আন্দোলন॥

রহ রহ মহারাজ এ নহে বীরের কাজ
অবধান কর দাসী মন্দোদরী বলে।
ভাগ্য-দোষে ভয় শোক সংসারে দূষিবে লোক
একের উপরি ক্রোধ আর প্রতি ফলে॥
করিয়া বিবেক-লোপ কোপের উপরি কোপ
ঘটায় বিপাকে বিধি গ্রথিবার তরে।
পদে ধরে কোপ করে লাঙ্গূলে জড়িয়া ধরে
ব্যাধের বাগুরা এই কেশরী সংহরে॥
ভুবনে কেশরী তুমি অপার-বিক্রম-ভূমি
বৃথায় মূষিক-শিশু বধ পরিণামে।
মারিলে কলঙ্ক আছে ঘুষিবে লোকের কাছে
সীতারে বধিলা রাজা না পারিয়া রামে॥
দেবরাজ পুরন্দর না সহে যাহার ভর
করাল কৃপাণ সেই শোভে কি সীতায়।
দুর্ব্বার অশনি-ভার গিরি ভীত ভয়ে যার
সে আর কদলী-শিরে শোভা নাহি পায়॥
ঘুচিল তনয় তরি কান্দে নাথ মন্দোদরী
কি কাজ সীতায় আর কর পরিহার।
আপনি হরিয়া নেয় আপনি ফিরিয়া দেয়
পরের খেলনা নাহি রাখে পারাবার॥
এই রূপে মন্দোদরী জীবনের সহচরী
রাবণের করিল প্রবোধ।
দূরে গেল ঘোর রাব স্তম্ভিত সাগর-ভাব
ক্ষণক রাবণে যেন চেতনের বোধ॥

কান্দিয়া আকুল অতি ধীরে ধায় সীতা সতী
সভয়ে কুটীরে তিরোভূতা ।
ধরণী সন্তাপ ধরে রাবণের পদ-ভরে
কি আর কান্দিয়া তুমি ধরণীর সুতা ॥
বেলা গেল ঘরে যায় মন্দোদরী ধীরে চায়
অনাথার বিধাতাও নয় ।
আপনি জীবনে মরে পরেরে প্রবোধ করে
সংসারের এই সে মহান্ অসময় ॥
মলিন-বসনা সতী পদে পদে হত গতি
মহা শোকে চাহিলা রাবণ।
অপার তনয়-শোক স্বর্গেতে দেবতা লোক
ক্ষণক রাণীর তরে করিলা শোচন ।।
রাজ-ভোগে চির দিন যায়
অনাহারে আজি কত মলিন-নয়ন ।
বিধির বিধান এই থাকিতে উপায়
অনাথ হইয়া ভাবে রাজা দশানন ॥
কার কাছে কান্দি আমি আর
কোথা অরে জীবনের কুম্ভকর্ণ ভাই ।
কোথা গেলি মেঘনাদ অক্ষয়-কুমার
কার তরে কান্দি আগে ভাবিয়া না পাই ॥

ইতি উন্মাদবর্ণনা নাম
তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

—০—০—

দিবা গেল অবসান পাখী করে শোক
ইন্দ্রজিৎ বিনা যেন পুরীর শোচন।
মলিন সায়ম্ কাল ঐ দেখা যায়
মলিন-বসন যেন লঙ্কার রাবণ॥

পল্লব-শোভায় গিয়া শোভে নব রাগ
রামের বদনে যেন অধর-বিলাস।
সন্ধ্যার মলিন ভাবে শোভে নব রাগ
সীতার হৃদয়ে যেন উৎসাহ-বিকাস॥

ভুবনের জয়ী যেই সেই জয়ী নয়
বনের বানরী-চমূ জিনিল রাবণে।
দেখিতে পরম তেজ সেই তেজ নয়
সহজে মলিন সন্ধ্যা জিনিল তপনে॥

পরনারী চুরি করে রাজা দশানন
বানর হইলে রাজা না জানি কি করে।
বরঞ্চ তপন ভাল দহিত নয়ন
প্রদোষ হইয়া জয়ী দু নয়ন হরে॥

ঘুচিল পশ্চিম দিকে রক্ত মেঘ-রাগ
সিন্দূর ঘুচিল যেন প্রমীলার শিরে।
আদরে কঠোর তানে ঝিল্লী করে গান
সূর্পনখা কান্দে যেন নিকষা-মন্দিরে॥

কখন হরিণ-বেশ কখন পর্ব্বত
সন্ধ্যার মেঘের যেন মারীচের মায়া।
গভীর হইয়া পরে মহা অন্ধকার
আকাশ ব্যাপিল যেন তাড়কার ছায়া॥

আপনি আপন তাপ সহিতে নারিয়া
পড়িলা ভাস্কর দেব পশ্চিম সাগরে।
আপনি দেখিয়া যেন আপনার মুখ
মকরাক্ষ মহাবীর পড়িলা সমরে॥

অতি দর্পে লঙ্কা হত অতি দানে বলী
অতি মানে কুরুকুল পুরাণে লিখন।
এ আর নূতন কথা আকাশ-পুরাণে
অতি তাপে ভাস্করের সাগরে পতন॥

হউক রামের জয় তাহে শোক নাই
বনের বানরী হাসে ঐ বড় ভয়।
বরঞ্চ দিনের ক্ষয় সহিবারে পারি
পেচকীর কোলাহল কভু সহ্য নয়॥

অদূরে ভ্রমর কান্দে জানিয়া শুনিয়া
কমলিনা-সেবা কেন করিলা তপন।

ভুবন-বিজয়ী ঐ পরম পণ্ডিত
পরনারী-সেবা দোষে পড়িলা রাবণ ॥

এই ত সন্ধ্যার বেশে ভজিলে তপনে
আবার চাঁদেরে কেন ভজ বিনোদিনী।
নিশা নিশাচরী তুই বুঝিলাম সার
আ রে আ রে সূর্পনখা কুল-কলঙ্কিনী ॥

পতি যার দোষাকর বারুণী-সেবক
সে আর রমণী তুমি হেস না হেস না।
বৃথায় নক্ষত্র-মালা পরিলা রজনী
কুম্ভকর্ণ-বধূ তুমি পাণ্ডুর-বদনা ॥

হরিয়া বালির প্রাণ হইলা বিজয়ী
কলঙ্ক তোমার তাই অহে রঘুবর।
রবির কিরণ তুমি হরিয়া বিজয়ী
কলঙ্ক তোমার তাই অহে শশধর ॥

একে বলে মন্দাকিনী আরে বলে আর
এ এক নদীর রূপ গগন-সংসারে।
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল ভ্রমিলা রাবণ
জিজ্ঞাসা করিলে যদি বলিবারে পারে ॥

দিবসে রবির ভয়ে বাহির না হয়
চন্দ্রের উদয়ে কত হাসে তারাগণ।
এ এক লোকের জয় পর-জয়ে জয়ী
রামের উদয়ে জয়ী দেবতা যেমন ॥

রজনী-গন্ধের মালা পরিয়া রজনী
বিধুমুখে মৃদু হাসি হাসিলা সুন্দর।
রাজ-ঘরে পিতামহ দিলা পরিণয়
অদিন বিচার নাই বিধির গোচর॥

উঠিল গগনে যদি কুমুদ-রঞ্জন
উথলে সরিত্ সিন্ধু মহাপারাবার।
পল্বল তড়াগ হ্রদ কেহ না উথলে
মানার কেমন মান জানে কি অসার॥

এ কি আর অপরূপ প্রাণী অচেতন
ডাকিলে উত্তর নাই কেহ নহে কার।
শৃগাল পেচকা জাগে ঝিল্লী করে রব
ক্ষণকে শ্মশান-পুরী হইল সংসার॥

গহনে শার্দ্দূল জাগে নগরে তস্কর
অরিপুরে অরিচর করে সঞ্চরণ।
গভীর হইয়া শোভে মহাবিভাবরী
দারুণ তনয়-শোকে জাগে দশানন॥

ঘন ঘন শিবারব স্তিমিত সংসার
টিপির টিপির পড়ে নিশার শিশির।
পুরীর বাহির হয় রাজা দশানন
শার্দ্দূল বনের যেন হইল বাহির॥

অদূরে শ্মশান ঘোর দেখিলা রাবণ
কঙ্কাল-ভীষণ বেশ দারুণ প্রান্তরে।

প্রাণী শোকে প্রাণ কান্দে ঝিল্লীমুখ দিয়া
কে আর কান্দিবে ঐ শ্মশান-বিবরে ॥

নাগ-নর-যক্ষ-রক্ষো-মহাভয়ঙ্কর
এই সেই সংসার-বন্ধন-নিসূদন।
বিধির চরম দণ্ড নগরীর শিরে
শোক-সিন্ধু হাহাকার-প্রলয়-ভবন ॥

ঐ বুঝি সেই বীর ধূলায় ধূষর
মা যার নিকষা কান্দে লঙ্কার নগরে।
জাগিতে বাসনা নয় জাগাইলা ভাই
অভিমানে নিদ্রা যায় বিজন প্রান্তরে ॥

ঐ সেই মহামনা বীরবাহু বীর
সাধের তরণী ঐ ধরণী-শয়নে।
জল বায়ু রবিতাপে দলিত-শরীর
পঞ্চতপ জপে যেন যমের সাধনে॥

গজ-মুণ্ড মহাভার তুলিতে নারিয়া
রুধির মাখিয়া মুখে উল্কামুখী ধায়।
নাভিদেশে মৃদু মাংস লেহিয়া যতনে
শবের উদরে শিবা প্রবিশিতে চায় ॥

শবমুণ্ড কেশ-পাশ গলিত বসন
অঙ্গদ বলয়-ভার পড়িয়া ভূতলে।
বিকৃত রক্তের স্রোত বহে অবিরল
শৃগাল শৃগালী ধায় মহাকোলাহলে ॥

বিপুল কঙ্কাল-সার দশনে চুষিয়া
পূতি-গন্ধ শব-পিণ্ডে নাসা সংবেশিয়া ।
মহানাড়ী পেশী-পাশে বেণী বিনাইয়া
আদরে পিশাচী কান্দে রুধির বমিয়া ॥

শবাহারে সদা রতি নাহি অবসর
কৌতুকে ক্ষণক যদি মুদিলা নয়ন ।
অধীর শৃগাল-শিশু মুণ্ডমালা টানে
সক্রোধে পিশাচ-রাজ বিকাশে দশন ॥

অপরূপ রূপ এই দেখিলা রাবণ
অসংখ্য রাক্ষস-সেনা পূরিত ভূতল ।
পিশাচী উঠিয়া চায় হেরিয়া রাজারে
শৃগাল শকুনি-কুলে পড়ে কোলাহল ॥

অদূরে শ্মশান-পুরে নাচে মহাকালী
মহামত্ত মধুমদে গলিত-রসনা ।
শবারোহা মহাকেশী মুণ্ডমালা গলে
হুঙ্কারে পূরিত দিক্ ঘোর দিগ্বসনা ॥

আমারি বিনাশে নাচে আমারি শঙ্করী
এ আর বিষম জ্বালা রামের বিবাদে ।
হীন-বেশ দীন-বাস মলিন-নয়না
অদূরে রমণী-বেশে পুরদেবী কাঁদে ॥

উঠ বাপ কুম্ভকর্ণ মাসী আমি তোর
মা তোর নিকষা ঘরে করে হাহাকার ।

কালি গো করুণা কর চাও মা আমারে
অনাথ হইয়া কান্দি সাগরের পার ॥

সুরনারী বিদ্যাধরী সেবিলা আমারে
আমার বয়সে মা গো কত দেখিলাম।
শৈশবে সুমেরু-শিরে করিলাম বাস
চরমে কপালে হেন নাহি জানিতাম ॥

না জানি কি দোষে সেই বিহঙ্গের পতি
অকূল পাথারে এই ফেলিলা আমারে।
কে জানে জনক মোর জানে কি সংবাদ
একাকিনী ভাসি আমি মহাপারাবারে ॥

দেবাসুরে সদা বাদী তুমি তাহে এই
ও মা কালি এ যাতনা কারে কহি আর।
বিধাতা দেখিতে নারে বাদা নর-লোক
অকূল সাগরে মা গো কেহ নহে কার ॥

পাইয়া রাবণ ধনে ভুলিয়া সকল
আজন্ম দুঃখিনী আমি ভাসি মা সাগরে।
ঐ গো সোনার তরি ঘুচিল আমার
এবার সে অভিমান হরিবে বানরে ॥

এই কি চরমে ছিল কপালে আমার
সাগর হইয়া পার বানরে শাসিল।
আচার বিচার নাই নাহি জাতি মান
বিল্বদল শিব-পূজা সকলি মজিল ॥

আমারি বিগুণ তরে প্রসবিলি রাম
ভাল ওলো সর্ব্বনাশী অযোধ্যা-নগরী।
তোমারো কখন যদি বিধি হয় বাম
সাগর হইয়া পার শাসিবে বানরী॥

ভুবন-জয়িনী আমি নাহি অভিমান .
সুখের জননী আমি নাহি ভাবি সুখ।
চির দিন দাসী আমি ও রাঙ্গা চরণে
মা গো মা আমারে তবু হইলি বিমুখ॥

এই রূপে কান্দে দেবী দারুণ মায়ায়
আকাশ পাতাল যেন কান্দে ত্রিভুবন।
অপরূপ বীণারবে উথলে সাগর
অন্তরে কপট বেশে দেখিলা রাবণ॥

শবাশনা মহামায়া দয়া মায়া নাই
এ আর কুটিল কালী কুপিত কাতরে।
দেবীরে বধিতে ধায় হুঙ্কারিয়া ঘোর
অকাল-ভৈরব বেশ ঘোর অসি করে॥

শিবের শঙ্করী আমি মহাকালী নাম
রাক্ষসের মাথা খাই গুরুর কৃপায়।
আ রে আ রে সর্ব্বনাশী ভোজনের কালে
রাম নিন্দা কর তুমি তাপিয়া আমায়॥

শব রূপে সদাশিব চরণে আমার
শবের প্রেয়সী আমি শ্মশানের প্রিয়া।

চির দিন অভিলাষী রাক্ষসের শবে
অপার দয়ালু রাম দিলা জুটাইয়া ॥

এই রূপে মহাকালী কহিতে লাগিলা
তর্জ্জন গর্জ্জনে কাঁপে আকাশ পাতাল
প্রাণভয়ে পুরদেবী করে হাহাকার
অলোক-বিদিত এই শোকের কপাল ॥

কোথা অরে মেঘনাদ ডাকি আমি বাপ
কালীর কুটিল কোপ প্রাণে নাহি সয়।
তোর পূজা-ভালবাসা তোরি মাথা খায়
জীবনের কালী ঐ মরণের নয় ॥

সাগর হে তব তীরে কত দিন আর
অনাথ অবলা আমি সহি এ যাতনা।
রাখ রাখ রত্নাকর এ ঘোর বিপদে
বধির হইলে তুমি শুনিয়া শোন না ॥

দেব দেব জয়ী তুমি, অহে যাদোরাজ
প্রলয়ের কালে তুমি শাসিলে ভুবন।
হাহাকার করি আমি চরণে তোমার
জীবনের বাস তুমি না রাখ জীবন ॥

ডাকি অহে জলনাথ কত বা ঘুমাও
পাষাণ জাগিল দেব আমার রোদনে।
দ্রবময় তুমি দেব তুমি না জাগিলে
কলঙ্ক তোমার এই রহিবে ভুবনে ॥

নয়ন মেলিয়া চাও ও নীল-বদন
বিদেশ বিভূমে এই তুমি হে আমার।
পিতা সে পাষাণ মোর দিলা বনবাস
এ ঘোর বিপাকে বাপা তুমি পারাবার॥

কল্লোলে কথিত দেব মহিমা তোমার
তোমার সলিলে শায়ী রবি-শশধর।
আপনি আকাশ-গঙ্গা বরিলা তোমারে
অপার সাগর তুমি দয়ার সাগর॥

বহু দেশ বহু দিন করিয়া ভ্রমণ
অপার সে গিরি-বন করিয়া লঙ্ঘন।
নব-জলধর-রূপ দেখিতে তোমার
কল্লোল-কলহ কূলে করে নদীগণ॥

অদূরে তরঙ্গ ধায় মহাফণি-রূপ
অপার-গহন-রূপ যোজনের দূরে।
উথলে বিপুল জল মৈনাকের রূপে
অপার ভৈরব তুমি সংসারের পুরে॥

খরতর স্রোত এই ঘন ঘোর ভাব
এ কূল ও কূল নাই কারে আর কই।
এই এস এই যাও কেন বা ছলিয়া
তোমার চরণে বাপা দাসী আমি হই॥

কি সুখে কপাল তুই ত্যজিয়া মরণে
অমর হইলি ঐ বিধাতার বরে।

অকূল সাগরে আমি ভাসি চির দিন
অকূল সাগরে ডাকি অকূল সাগরে ॥

এই রূপে পুরদেবী কান্দিয়া কান্দিয়া
কালী-ভয়ে ঝাঁপ দিলা জলধির জলে ;
দারুণ শিবার রবে চকিত-নয়না
শিখিনী বিশিল যেন কেশরীর তলে ॥

প্রথমে রমণী-রব তদনু গর্জ্জন
তদনু সিন্ধুর জলে ঘটিল প্রমাদ।
পিশাচী দেখিতে ধায় সাগরের কূলে
অরুণ-নয়না কালী কহে কটু বাদ ॥

খসিল কাঞ্চন-লতা ডুবিল চপলা
এ আর আলোক-রেখা দেখ লো সাগরে।
নিশাবেশে বড়বার শিশু কুল-বধূ
বিলাস খেলায় বুঝি সাগর-গহ্বরে ॥

কে বলে গভীর জলে তিমি তিমিঙ্গিল
এ আর কাহার রূপ জাগিল অন্তরে।
শশিশোভা মণিশোভা মিলিয়া দুজনে
সাগরের জলে যেন জল-কেলি করে ॥

অপরূপ রূপ এই কে দেখিবি আয়
আয় গো সকলে তোরা শ্মশান-বাসিনা।
রূপের লহরী কান্দে জলধির কূলে
আয় গো দেখিবি তোরা পিশাচ-নন্দিনী ॥

এই রূপে দেবীরূপ হেরিয়া সাগরে
অধীর পিশাচীকুল করে কোলাহল।
আচম্বিতে অপরূপ ঘনঘোর ভাব
উদ্বেল হইল যেন সাগরের জল॥

জাগিল গভীর জলে তিমি তিমিঙ্গিল
উদ্বেল হইল বেগ দক্ষিণ পবনে।
আপনি যোজন দূরে জাগিলা সাগর
কালীর গর্জ্জনে আর দেবীর রোদনে॥

নব-জল-ধর-রূপ জাগিলা সলিলে
গর্জ্জিয়া আকাশ-পথে নাচে জল-ধর।
ফেণ-মালা সরভসে জাগে চারি দিকে
হুঙ্কারে ঝঙ্কারে জল বহে খরতর॥

মকর কুম্ভীর ধায় ধায় জল-গজ
গিরি-খণ্ড শত যেন ধায় পারাবারে।
আপনি কল্লোল ধায় দেখিতে দেবেরে
জাহ্নবী-শতক যেন ধায় হুহুঙ্কারে॥

নাসা-বেগে মহাতিমি ত্যজিলে গর্জ্জন
আকাশ ব্যাপিলা ধূম নিশ্বাসের ভরে।
জল-নিশাচরা ঐ ব্যাদিয়া বদন
কল্লোল গ্রাসিয়া মুখে হা হা নাদ করে

অপরূপ রূপ এই দেখিলা রাবণ
নীলকান্ত মহামেরু জাগিলা সাগরে।

নয়নে অরুণ-রূপ তারকার ছবি
পদ্মরাগ-মণি-শোভা জিনিয়া সঞ্চরে ॥

আদরে পাঠীন ধায় দন্ত বিকাশিয়া
পিতার পাইয়া দেখা বহু দিন পরে।
শর্করী কপোল-তলে উঠিবারে চায়
অপার নয়নে দেব চাহিলা আদরে ॥

আহা মরি সাগরের নাহি অবসর
কাহারে সম্ভাষে আগে কাহারে রাখিয়া।
আহা মরি সাগরের বহু পরিবার
সদাই সলিলে দেব রহে লুকাইয়া ॥

সতত গভীর-ভাব সিন্ধু-গৃহিবর
বিরাগ কাহারে নাই সহজে প্রবীণ।
দলে দলে ভাসে জলে কূর্ম কুলীরক
প্রবাল প্রবালী সহ ভাসে নলমীন ॥

সহসা বাড়িল বেলা উথলিল দিক্
পর্ব্বত-কন্দর-কূল করে প্রতিনাদ।
ঘন ঘোর ঘন-ঘটা ব্যাপিল সংসার
গর্জ্জিয়া সাগর দেব কহিলা সংবাদ ॥

ঘোর বিভীষণ এই লঙ্কার শ্মশান
ঘোরা ভয়ঙ্করী তাহে মহা বিভাবরী।
ঘোর বিভীষণ এই সাগরের কূলে
কে তুমি কঙ্কাল-ময়ী মহা ভয়ঙ্করী ॥

মধু-মদে গত-মতি শোণিত-রসনা
গভীর কালিমা-রূপ অসি করতলে।
অনুভবে বুঝিলাম মহা কালী নাম
শিবের শঙ্করী তুমি কপাল-কুণ্ডলে॥

কে আছে রাজার এই অকূল সংসারে
তুমি বিনা আমি বিনা শিব বিনা আর।
আমি দাস ভয়ে বাদী রামের বন্ধনে
তুমি কালী নিজে বাদী হইলে রাজার॥

বহু-পরিবার আমি রহি লুকাইয়া
গৃহীর বিবাদে ভয় আছে চিরকালি।
শিব শিবা গৃহী নহে তবে কেন ভয়
কল্যাণ রামের তুমি কেন ভাব কালি॥

এ কি দেখি মহাকালি মেঘনাদ-শির
কুম্ভকর্ণ-কর-যুগ দশনে তোমার।
চির দিন পূজে যেই নানা উপহারে
মৃত-মাংসাশিনী তুমি মাথা খাও তার॥

আহা মরি রাবণের কেহ নাহি আর
আকুল শরণাগতে ত্যজিলে শঙ্করি।
রাখিতে জয়ীর মন এতই কি হয়
সন্তানের মাথা খাও অহে ভয়ঙ্করি॥

বুঝিলাম রামচন্দ্র প্রভু সে তোমার
প্রভুর সাধনা কালি মহা বিড়ম্বনা।

রাখিতে প্রভুর মন পিতা বিভীষণ
সে দিন তরণী-বধে দিলা কুমন্ত্রণা ॥

নিজ হিত নাহি ভাবে সেই ত সন্ন্যাসী
সেই ত সংসারী যাহে নহে এ বিচার।
পরিণাম ভাবে যেই সেই প্রভুমান্
সেই সে সংসারী তুমি বুঝিলাম সার ॥

অধীনেরে দয়া ভান জয়ীরে প্রণাম
সন্ন্যাস-বিরাগ ভান উন্মাদ-ভজনা।
তোমা বিনা এ জগতে কে আছে সংসারী
সংসার ছলিতে তুমি কর বিড়ম্বনা ॥

দেবী হও দেব হও তাহে শোক নাই
সংসারের বড় হও না করি বারণ।
ভগবতি ও চরণে চাহি বর দান
আমার শরণাগতে না কর তর্জ্জন ॥

এই রূপে জলনিধি কহিলা সংবাদ
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া কালী করে আস্ফালন।
সলিলে নামিতে ধায় নামিতে না পারে
কুম্ভীর-মকর-বধূ ব্যাদিল বদন ॥

দরী ডাকে গুহা ডাকে জলধির ডাকে
পঞ্চাশ যোজনে ডাকে জল-কোলাহল।
ঘোর প্রতিনাদ এই স্তম্ভিয়া সহসা
উন্মাদ বচনে কালী কহিলা বিহ্বল ॥

বিষম বর্ব্বর ঐ লবণ সাগর
আয় রে পিশাচী তোরা ঘরে আমি যাই।
বিনা দোষে গালি দিলি অরে বাচাটক
শঙ্করে বলিয়া আগে তোর মাথা খাই॥

কে বুঝে আমার লীলা আমি মহাকালী
লঙ্কার নগরে রহি রাক্ষসের ঘরে।
শ্মশানে মশানে থাকি মৃত-মুণ্ড খাই
বর-পুত্র মেঘনাদে তরিবার তরে॥

গুরু লঘু না চিনিলি অরে অগম্ভীর
সংসার শুষিব তোর সলিল-সঙ্কর।
জানি অরে জলনিধি জানি আমি তোরে
ব্রহ্মার বরেতে তুই হইলি অমর॥

এত যদি কহে কালী কুপিলা সাগর
গর্জ্জিয়া উঠিল ফেণ মহানীল জলে।
সকোপে কুম্ভীর চায় মাথা লুকাইয়া
অম্বরে বাড়বানল ধক্ ধক্ জ্বলে॥

অনন্ত-মহিমা তুমি কে জানে তোমায়
জানি অগো ভগবতি যাও তুমি যাও।
স্বরূপ তোমার কালি বুঝিবে জগতে
যার ঘরে থাক তুমি তারি মাথা খাও॥

জানি সে শঙ্করে শিবে জানি সে শঙ্করে
শঙ্কর ভিখারী সেই মহামদ-সেবী।

জানি আমি জানি সেই মহাভোলানাথ
সঙ্গমে বরিল মোরে গঙ্গা যার দেবী ॥

যেখানে যাইব আমি সেই খানে বারি
কি আর শুষিবে ঐ পিশাচীর দল।
জাগ রে পর্ব্বতরূপী জল-নিশাচর
জাগ্ রে মকর নক্র তিমি মহাবল ॥

এই রূপে কহে যদি লঙ্কার সাগর
পিশাচ পিশাচী সহ কুপিলা শঙ্করী।
ঘন-ঘোর বীরভদ্র জাগিলা সংগ্রামে
অপার শঙ্খিনী-নদী বহে ভয়ঙ্করী ॥

ডাক দিয়া জলদেব ডাকিলা পবনে
অকাল প্রলয় কালে ডাকে পারাবার।
কুশদ্বীপে নিদ্রা যায় প্রলয়ের বায়ু
ঘূর্ণিত শরীরে জাগে করিয়া হুঙ্কার ॥

কোন্ দিকে কালী-সেনা পলাইতে পারে
গর্জ্জিয়া প্রলয়ে এই কহিলা সাগর।
শশব্যস্ত জলধর প্রলয়ের ডাকে
ঘেরিল দক্ষিণ দিক্ পূর্ব্বাপরোত্তর ॥

প্রথমে যোজন দূরে করিল গর্জ্জন
ঘূর্ণিত প্রলয়-বাত সাগরের জলে।
উথলে জলধি নীল আলিঙ্গন তরে
অপার-লহরী-লীলা-কেলি-কোলাহলে ॥

উড়িল বালুকারাশি সাগরের কূলে
সম্ভ্রমে নয়ন-যুগ ঢাকিল শঙ্খিনী।
নয়নে বহিল নীর প্রথম সংগ্রামে
কৌপীন উড়িয়া গেল ভাবে কপালিনী॥

ঘোর বিভাবরী ঐ ঘেরিল নয়ন
সম্মুখে সাগর ধায় প্রলয় গর্জ্জনে।
বিরাবী পবন-বেগ হরিল চেতন
শঙ্খিনী ঘুরিয়া পড়ে বালুকাবর্ষণে॥

বিনা দোষে ভূধরের ভাঙ্গিয়া শেখর
গর্জ্জিয়া প্রলয়-বাত পাড়িল সাগরে।
বহু পরিবারে তরু পবনের ভয়ে
অকূল সাগরে গিয়া প্রণিপাত করে॥

বহিল সাগর-জল লঙ্কার শ্মশানে
তমাল-গহন-নীল-গিরি-কলেবর।
কার অপরাধে এই কার সর্ব্বনাশ
শৃগাল--শৃগালী-কুলে ধরিলা সাগর॥

কল কল স্রোত তায় খরতর পাক
অপার সিন্ধুর জল করে চংক্রমণ।
গৃধিনী সলিলে ধায় ডুবিয়া ভাসিয়া
কল্লোল কলহ ভরে করে আবর্ত্তন॥

গিরিচূড়া শাখি-শাখা গহন কান্তার
জলজন্তু পশু পক্ষী ভাসিল সাগরে।

আপনি সলিলে ধায় লঙ্কার শ্মশান
সংহার গমনে সিন্ধু ধায় বায়ুভরে ॥

অদূরে কপির কূলে পড়ে কোলাহল
গভীর সিন্ধুর নাদে জাগিলা সুগ্রীব।
শশব্যস্তে হনুমান্ উঠিয়া চাহিল
শয্যার ভিতরে খেলে সাগরের জীব ॥

একে ত সুষেণ বুড়া দেখিতে না পায়
গভীর তামসী তাহে সাধিল প্রমাদ।
বানরে ভাবিয়া চোর করে গালাগালি
সাগর হরিয়া কন্থা করে ঘোর নাদ ॥

কড় কড় ঘর ঘর মহা মেঘনাদ
বিদ্যুৎ খসিয়া পড়ে সাগরের জলে।
কপালে কপাল বাজে দশনে দশন
কালী-সৈন্য ধায় বেগে মহাকোলাহলে ॥

বেগে ধায় কালী-সেনা করিয়া লম্ফন
কালীর চরণে জল করে ঘর ঘর।
সহসা ধরিলা কালী মহাগিরি-রূপ
অপার পুলিন রূপে ঘেরিলা সাগর ॥

কুচতটে জলরাশি করিয়া আঘাত
সুদূর সাগরে গিয়া রহে পরাহত।
ধরিয়া আপন বেগ ধায় পুনর্ব্বার
কল্লোল সহায়ে ধায় কল্লোলের শত ॥

মহা পরাভবে এই রুষিলা সাগর
গর্জ্জিয়া কালীর দেহে পড়ে মহাবীর।
সহসা কম্পন-বেগে খসিল সলিলে
কালীর দশনে শোভী মেঘনাদ-শির॥

পরাভবে মহাকালী নমিলা বদন
গর্জ্জিয়া সাগর দেব করে জয়-নাদ।
আচম্বিতে রণ-বেশ ত্যজিলা শঙ্করী
ভুবন-মোহিনী বেশে কহিলা সংবাদ॥

সাগর শিবের অংশ গিরিজা-সঙ্গমে
আমি শক্তি জানি সেই শক্তির আধার।
ছলনা আমার এই কহিতে লঙ্কারে
কালিকার মহারণ শুভ সমাচার॥

এত যদি কহে কালী বীরভদ্র মুণ্ডমালী
পিশাচ পিশাচী সহ মেঘে লুকাইলা।
কালীর রূপের ছটা লুকাইল ঘনঘটা
ক্ষণক সাগর দেব আকাশে চাহিলা॥

ভবনে গমন-মুখ ফিরিলা সাগর।
ধীরে চাহে পুরদেবী কান্দিয়া কাতর॥
আদরে কহিলা দেব বিদায় বচন।
হেন কালে দেখা দিলা রাজা দশানন॥

ইতি
কালীসাগরসংবাদ নাম চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

—o—o—

দেখিতে পরম সাধ দেখিবার নয়।
অপার সাগরে এই অকাল প্রলয়॥
এই সে প্রলয় ভয়ে ভাবে গৃহী জন।
কি ভয় আমার নাই সংসার-বন্ধন॥
এস হে সাগর ভাই আমার ভবনে।
অকাল প্রলয়ে আজি মিলিব দুজনে॥
কে দিল এমন শাপ কহিতে ডরাই।
আর সে আমার ঘরে মেঘনাদ নাই॥
রাজ-রাজ রবি শশী জিনিয়া সংসারে।
নিশাযোগে কান্দি আমি পারাবার-পারে॥
কে আছে এমন বীর জগতীর তলে।
কে আর দুর্গতি হেন ভুবন-মণ্ডলে॥
অধ উর্দ্ধে কিছু কাল শেষে ধরাধারে।
এ আর কন্দুক বিধি খেলিলা আমারে॥
চরমে দারুণ কথা ঘুষিল ত্রিলোকে।
পশু কান্দে পাখী কান্দে রাবণের শোকে॥

অকালে নয়ন-হীন কান্দে মন্দোদরী।
এ আর লঙ্কার ঘরে দিবা বিভাবরী॥
বিজন কঙ্কাল-ঘোর শমীতরু মূলে।
আপনি নগরী কান্দে অকূলের কূলে॥
ভবনে প্রমীলা কান্দে কান্দে মনোহরা।
অঞ্চলে ধরিয়া মার কান্দে সহোদরা॥
বিপদে বিপদ্-ভার ঘুচিল তনয়।
গভীর তামসী তাহে জলদ-সঞ্চয়॥
দশ ধারে ধায় মন পুরীর ক্রন্দনে।
তীর-তরু ধায় যেন ঘোর আবর্ত্তনে॥
আর না রাখিব সীতা দিব পরিহার।
বিনা দোষে মন্দোদরী মজিলা আমার॥
শমনে জিনিতে নারে কপি করে রণ।
যেমন বিজয়ী আমি তেমনি মরণ॥
শ্রবণে বধির ভাব হৃদয়ে বিকার।
বিংশতি নয়নে বারি পূরিল আমার॥
কান্দিতে বাসনা নাই কান্দিতে না জানি।
ত্রিলোক-বিজয়ী আমি তাহে অভিমানী॥
উথলে নয়ন-বেগ বিধির কৌশলে।
অন্তরে আমার ঐ দাবানল জ্বলে॥
কি করি সাগর ভাই বল না কি করি।
অন্তরে রহিল শেল কেমনে সংবরি॥
অভিমানী আমি রে অবোধ সহোদর।
বুঝিতে নারিলি ভাই গেলি পর ঘর॥

লঘু পাপে গুরু দণ্ড সাধিলি মরণ।
দারুণ পাষাণ তুই ভাই বিভীষণ॥
ভাই ভাই এক অঙ্গ বুঝিতে নারিলি।
আপনি আপন কোপে আপনা হিংসিলি॥
জাগ ভাই কুম্ভকর্ণ জলধির তটে।
রামশরে হত লঙ্কা দেখ রে সঙ্কটে॥
কার শরে হেন দশা মলিন নয়ন।
গলিত কঙ্কাল ভাই দারুণ দর্শন॥
কি দোষে দারুণ তুই পড়িয়া প্রান্তরে।
কার তরে অভিমানী জননীর ঘরে॥
এ কূল ও কূল ঐ আছে পারাবারে।
মহারবি অস্তগত আমার সংসারে॥
দেহ রে জন্মের তরে দেহ আলিঙ্গন।
অকূল সাগরে ভাসি অরে সন্তরণ॥
কেন বা অমরাপুরী জিনিলি সে দিন।
বৈরীর জনতা মাঝে আমি বন্ধু-হীন॥
বিষম বিজন বাস সহিতে না পারি।
মহান্ সংসারে আমি মহাবন-চারী॥
বরঞ্চ শ্মশান বাসে রহি বার মাস।
কোন্ প্রাণে সহি রে বৈরীর উপহাস॥
এই রূপে রক্ষোনাথ করিলা বিলাপ।
পরম বাচাল সেই হৃদয়ের তাপ॥
নয়নে বিহীন রাগ হৃদয় ধর্ষণে।
শমীতরু দহে যেন নিভৃত দহনে॥

সহসা গম্ভীর ভাব গলিত চেতন।
উন্মাদ বচনে পুন কহিলা রাবণ॥
ঐ রে কনক-পুরে কণ্টকী গহন।
অপার গহনানলে ব্যাপিল গগন॥
মহামরীচিকা ঐ ঘেরিল সংসার।
চারি দিকে মহামরু মহাপারাবার॥
ঐ রে শার্দ্দূল ধায় ঐ রে কেশরী।
ইঙ্গিতে হইল শেষ কনক-নগরী॥
কে আছে আমার এই বিজন সঙ্গরে।
সঙ্কটে জীবন যায় শবরের শরে॥
কে আছে কোথায় আর কার কাছে যাই
ঐ ভয়ে ভাবি আমি ভাবিয়া না পাই॥
চারি দিকে সলিল-মার্জ্জার পালে পালে।
পড়িল জীবন-মীন কুম্ভীলক-জালে॥
চরমে জগতে ভাল ঘোষণা ঘুষিল।
অকালে কপাল-গুণে কালী পলাইল॥
চারি দিকে ঘোর-নীল সলিল-সংহতি।
তাহাতে হইল ভূমি তাহাতে ভূপতি॥
সেই সে ভূপতি আমি করি দিগ্বিজয়।
চরমে কপির করে সমূলে বিলয়॥
কে যেন ভুঞ্জিবে এই কনক-নগরী।
প্রবাল-মানিক-মুক্তা-মণি-সহচরী॥
কার ঘরে মন্দোদরী চলিবে আমার।
ঐ ভয়ে আরো ভাবি অহে পারাবার॥

নয়নে অরুণ-রাগ দশনে বিভাতি।
একে ত বানরী-সেনা তাহে সেনা-জাতি।
বন্দিনী রাজার বধূ পরের ভবনে।
বিলূন-বসন-বেণী মলিন নয়নে॥
নিভৃত প্রহারে আর কটু সম্বোধনে।
কত যে যন্ত্রিত পথে সেই ভাবি মনে॥
সুর-বধূ গত-ভয়া নন্দনের বনে।
কত যে কহিবে কথা সেই ভাবি মনে॥
বিপদে পড়িলে লোক দয়া না ভাবিবে।
সাগর হে সে শোক কি জীবনে সহিবে॥
বরঞ্চ রামের বাণ সহিবারে পারি।
কোন্ প্রাণে সহিব দেবের টীটকারি॥
মণি-কনকের মায়া চিনিতে নারিবে।
বানরে লুঠিবে পুরী কেমনে সহিবে॥
এই রূপে কহে শোক রাজা দশানন।
বারি-ধারা-বিপ্লাবিত বিংশতি নয়ন॥
কহিতে কহিতে কথা হইল প্রলয়।
রাজার শরীরে শোক কত আর সয়॥
হৃদয়ে হৃদয়-তাপ মুহুরুদ্দীপন।
প্রলয় বচনে পুন কহিলা রাবণ॥
বিষম সংসার-ভার সহিতে নারিয়া।
এ ঘোর সময়ে ভাই গেল পলাইয়া॥
এত কি আমার ভার কেন বা সহিব।
আমি রে এমন পুরে রহিতে নারিব॥

কাজ কি সাগর ভাই কথার বিবাদে।
এখনি আমার সেই ডাক মেঘনাদে॥
ভুবন- ভূপতি পদে হেরিয়া কুমারে।
মহাসুখে মন্দোদরী রহিবে সংসারে॥
কার তরে কান্দি আমি কারে আকিঞ্চন।
যা হৌক হইবে যার কপালে যেমন॥
তোমারি ভবনে যাই রহিব যতনে।
বৃথায় বিবাদ আর বানরের সনে॥
তমোরাশি ধীরে ধীরে ঘেরিল নয়ন।
আর না করিব আমি নিশা জাগরণ॥
কহিতে না পারি আর মুদিল চেতন।
কৌতুকে সলিলে আজি করিব শয়ন॥
এই রূপে কহে রাজা কহিতে কহিতে
মহামোহে মুগ্ধমতি ধায় ধরণীতে॥
কি কর কি কর দেব সংবর সংবর।
সম্মুখে লবণ-বারি বহে খরতর॥
মকর-কুম্ভীর-বাস মহাভয়ঙ্কর।
সংসার-বর্জ্জিত আমি লবণ সাগর॥
দেখিলে যাহারে লোক মহাভয় গণে।
সেই সে সাগর আমি রহি এ বিজনে॥
ভুবন-বর্জ্জিত এই লবণ সাগরে।
বৃথায় জরিয়া তনু পুলিন-কর্করে॥
কুসুম-শয়ন তুমি দিব্য-কলেবর।
লঙ্কার কুসুমাগার নহে দূরতর॥

এতেক কহিয়া সিন্ধু বাড়াইলা কর।
ধরণী শয়নে ধায় লঙ্কার ঈশ্বর॥
সলিলে থাকিয়া সিন্ধু ধরিলা কৌশলে।
জাম্বূনদ প্রবাল রচিত করতলে॥
বিমানে কৌতুক-ভরে দেখিলা দেবতা।
ক্ষণেক আকাশ-পথে হইল জনতা॥
শতধারা বহে মুখে দ্রুত বহে পদ।
এ আর সাগরে ধায় দশ-মুখ নদ॥
মহাতাপে বাসবারি রাজা লঙ্কেশ্বর।
মৈনাক ভূধর যেন ধরিলা সাগর॥
করে ধরে পারাবার চাহে দশানন।
প্রবোধ শোকেতে যেন হয় সভাজন॥
দূরে গেল মোহ-মেঘ সুশীতল করে।
অন্তর আকাশ ঐ জাগিল অন্তরে॥
কাতরে প্রবোধ দানে পরম সত্বর।
গম্ভীর মধুর ভাষে কহিলা সাগর॥
এ কি কথা শুনি আজি লঙ্কেশের মুখে।
আ রে আ রে জলাঞ্জলি সংসারের সুখে॥
কে জানে কেমন দেব মায়ার সংসার।
সংসার-বিজয়ী তুমি কর হাহাকার॥
পুরুষে রমণী-ভাব শোকের সাধনে।
শৈশব-সুলভ ভাব মহাবীর জনে॥
কেমনে নিজের গুণ নিজ মুখে বলি।
অন্তরে বাড়ব জ্বলে তবু না বিচলি॥

পৃথিবী সরিয়া যায় হেরিলে আমারে ।
সেই সে সাগর আমি রহি পারাবারে ॥
আমার সন্তুতি এই জল-জন্তু-চয় ।
বিদ্বেষী ওদের ঐ চরাচরময় ॥
কেন বা কহিব শোক কাহারে বা কহি ।
আপনি আপন শোক মনে মনে সহি ॥
সুখের সকলে ভাগী শোকে নাহি শোক ।
বড়ই দারুণ দেব সংসারের লোক ॥
অপরূপ হৃদয়ের অনলের ভার ।
নয়নের জলে তার নহে প্রতীকার ॥
অতি অপরূপ এই নয়নের বারি ।
বৈরীর সন্তাপ-হারী আত্ম-নাশ-কারী ॥
সহজে নিষ্ফল দেব সর্ব্ব লোকে জানি ।
শোকীর প্রলাপ আর ভিক্ষুকের বাণী ॥
বিষম রহস্যভেদী ক্রোধ আর শোক ।
পরের প্রলাপে সুখী সংসারের লোক ॥
সহজে করুণ রসে সুখিত ভুবন ।
থাকুক অন্যের কথা সুখী সুধীগণ ॥
এখনি জাগিবে অরি হাসিবে আকাশ ।
নিজরন্ধ্র নিজমুখে না কর প্রকাশ ॥
কিসের বানরী-সেনা কিসের ধর্ষণ ।
ত্রিলোক-বিজয়ী তুমি ভয় কি রাজন্ ॥
শোভে কি করুণ বাণী বলীর অসুখে ।
চাতকার আর্ত্তরব কুররের মুখে ॥

নানা দিকে নানা ভাব ভাবে নানা জন।
প্রভুর করুণ দশা মহা অলক্ষণ॥
অপরূপ দশা এই হইলে লক্ষিত।
গজ-বাজি-রথ সৈন্য হইবে শঙ্কিত॥
গৌরবে জননী সুখী দম্ভে সেনা জন।
কৌতুকে রমণী সুখী কহে সুধীগণ॥
আদরে সোদর সুখী দানে পরিজন।
বিপন্ন হেরিলে সুখী খল বৈরিগণ॥
জয়ী জনে কখন কি পরাজয় গণে।
আবার উঠিবে রবি নবীন কিরণে॥
ঐ দেখ মহারাজ গগন-সংসারে।
চন্দ্রমা মলিন বেশে চলে পারাবারে॥
বিগলিত কেশ-পাশ রজনী পলায়।
চকোর চকোরী তারা আগে পাছে ধায়॥
এত যদি কহে সিন্ধু প্রবোধ বচনে।
ক্ষণক রাবণ রাজা চাহিলা গগনে॥
সংবরিয়া শোকবেগ নয়ন-বর্ষণ।
অপার আবেগে পুন কহিলা রাবণ॥
এই সেই মলিন-কৌমুদী রজনীরে।
দেখিয়াছি পারাবার মন্দাকিনী-তীরে॥
দিবা বোধে কাক ডাকে থাকিয়া থাকিয়া।
চকোর চকোরী ডাকে গগনে উড়িয়া॥
সম্মুখে গঙ্গার জল করে আন্দোলন।
নন্দন-কানন-বাসী মলয় পবন॥

অবলোল স্বর্ণ-পদ্ম সলিল-কম্পনে।
চন্দ্রমা চাতুরী খেলে লহরীর সনে॥
আমি আর কুম্ভকর্ণ ভাই দুই জন।
চরবেশে নিশাযোগে করি সঞ্চরণ॥
কি রূপে ইন্দ্রের পুরী দহিব প্রভাতে।
সন্ধানে সন্ধানে ফিরি সম্মুখে পশ্চাতে॥
নন্দনে রমণীরব শুনিবারে পাই।
কৌতুকে চকিল মন ফিরিয়া দাঁড়াই॥
তরু সহ কথা কহে সহজে বিনতা।
নিশাযোগে নন্দন বনের দেব-লতা॥
স্বর্গের চন্দ্রমা ঐ কভু নহে হীন।
বৈরীর সঙ্গমে পুরী হইল মলিন॥
কি জানি প্রহরী জাগে অনর্থ ভাবিয়া।
ছায়া-পথে অলক্ষ্যে সন্ধান করি গিয়া॥
মলিন কৌমুদী এই সন্ধানীর মতে।
সন্ধান-তিমির নামে ঘুষিবে জগতে॥
মহাকুতূহলে সেই ভাই মহাবীর।
আদরে রাখিলা নাম সন্ধান-তিমির॥
এই সেই মলিন সুন্দরী রজনীতে।
ভ্রমিয়াছি পারাবার স্বর্ণদী দেখিতে॥
আজি সে তোমার তীরে আজি সে আবার।
শৃগাল-গৃধিনী-কুল করে হাহাকার॥
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ রহিল সুদূরে।
শৃগাল বানরে বিধি পাঠাইলা পুরে॥

কে বুঝে বিধির এই বিপরীত শাপ।
বড়তে জিনিতে নারে ছোটতে প্রতাপ ॥
বিপরীত বিধি এই আমিও শিখিব।
বাঁচিয়া জিনিতে নারি মরিয়া জিনিব ॥
মরণের ভয় নাই ভয় কি বিপাকে।
দেখিব সে বিধি বিষ্ণু যেখানে যে থাকে ॥
এই রূপে সকোপে প্রলপে দশানন।
গম্ভীর বচনে সিন্ধু কহিলা রাজন্ ॥
হিত উপদেশ কি বা কহিব তোমারে।
পরম পণ্ডিত তুমি ভুবন সংসারে ॥
তথাপি কিঞ্চিৎ হিত কহিবারে পারি।
ভুবন সংসারে আমি প্রথম সংসারী ॥
ভাবিয়াছ তুমি দেব রামেরে সন্ন্যাসী।
সন্ন্যাসী কেমনে সেই রাক্ষস-বিনাশী ॥
সীতারে হরিয়া তুমি উল্লাসে ভাসিলে।
পরমন্ত্র ষড়্‌নীতি সকলি বিস্মৃলে ॥
রিপুবশে আপনা বিশ্বাসে পক্ষপাত।
পক্ষপাতে জ্ঞান হরে অজ্ঞানে নিপাত ॥
আপনা বিস্মৃত রাম প্রথিত ভুবনে।
রামের মনের গতি বুঝিবে কেমনে ॥
কেমনে বুঝিবে তার মহিমা অপার।
সপ্ত সিন্ধু সদা খেলে উদরে যাহার ॥
আপনা ভুলিয়া রাম ভাবে চরাচর।
সংসারী আপনা ভাবে জ্ঞানী ভাবে পর ॥

দেখিতে প্রমাদ ভাব সংগ্রামে অজয়।
তুমি কি হে জান না রামের পরিচয়॥
অনায়াসে বনবাসে আসিল যে জন।
সামান্য ভাবক সেই নহে কদাচন॥
অমোঘ-সন্ধান যার ধনুকের বাণ।
কেমনে তাহার মনে নাহি অবধান॥
জান না সুজন সেই ভাই বিভীষণ।
লঘু দোষে প্রতিবাদী হইলা কেমন॥
কে বলে উদার ঐ অযোধ্যা-নিবাসী।
সুগ্রীবে করিতে সখা বালীর বিনাশী॥
সাধে কি ভরতে সেই রাজ্য সমর্পিল।
অপার মন্ত্রণা তার কেহ না বুঝিল॥
জগতে ঘুষিবে যশ বাড়িবে বন্ধুতা।
কৈকেয় রাজার দেশ ভুলিবে শত্রুতা॥
অকাতরে তাই সে ভরতে রাজ্য দিয়া।
সন্ন্যাসী হইল বনে রমণী লইয়া॥
তুষিল সকল লোক মহা মন্ত্রণায়।
অপার বানরী-সেনা হইল সহায়॥
কার্য্য-গুণে লোক তুষ্ট লোক তুষ্টে জয়।
আপন সন্তোষে জীব পর-বন্দী হয়॥
যার কাছে রহে যবে তুষিবে তাহারে।
সেই সে প্রভুর ভার বহিবারে পারে॥
সকলে সমানে সদা পারে তুষিবারে।
প্রভুই পরম দাস ভুবন সংসারে॥

সন্তোষে প্রণয় হয় প্রণয়ে আদর।
দশের আদরে জীব প্রভু জনেশ্বর ॥
প্রথমে রঞ্জিয়া লোক প্রভু হয় পরে।
কবির কবিতা যেন দিগ্‌জয় করে ॥
প্রথমে পরের দাস পরে দাস পরে।
দৈবিকী প্রভুতা এই খ্যাত চরাচরে ॥
অক্ষয় প্রভুতা এই হৃদয়-রঞ্জন।
পর-বল-পর-মন্ত্র-হরণ-সাধন ॥
সর্ব্বস্ব আপনি জীব করে সমর্পণ।
এ আর বিষম চুরি হৃদয় হরণ ॥
শত বলে কৃত-বল পরমন্ত্র-ময়।
দৈবিকী প্রভুতা এই পরম দুর্জ্জয় ॥
এই সে প্রভুতা বলে ব্রহ্মা মহেশ্বর।
স্বর্গ মর্ত্ত অধিকার করে চরাচর ॥
রাজ্য নাই মহারাজ ধন নাই ধনী।
সন্ন্যাসী হইয়া গৃহী প্রভু শিরোমণি ॥
যে জন প্রধান যবে তখনি তাহার।
কার সঙ্গে নাহি বাদ মহেশ ব্রহ্মার ॥
ভুবনের বীর তুমি রাজা লঙ্কেশ্বর।
তাই সে তোমার ঘরে ব্রহ্মা মহেশ্বর ॥
পরম চতুর শিব বরিলা তোমারে।
দেবের শঠতা কেহ চিনিতে না পারে ॥
সময়ে করুণা করে সময়ে নিপাত।
রাজার হইতে রাজা করে যাতায়াত ॥

কৈলাসে শিবের বাস তুমি বাসী দূরে।
বিরিঞ্চি বসতি করে অমরের পুরে॥
বৎসরে কখন দেখা হয় কি না হয়।
দূরত্বে শিথিল হয় দেবেরো প্রণয়॥
শিব শিবা বিরিঞ্চির প্রিয় পুরন্দর।
একেরে হিংসিয়া তুমি আরে কর পর॥
বৃথায় রাজার সেবা সচিবে লঙ্ঘিয়া।
শিবের করিয়া পূজা নন্দীরে হিংসিয়া॥
যে ডাকে যখন দেব তাহারি তখনি।
দৈবিকী প্রভুতা সেই ভুবন-রঞ্জিনী॥
একেরে করিতে হিত আরে করে আর।
বিশ্বাস বিচার কোথা মহেশ ব্রহ্মার॥
তোমারে বরিবে বরে বাসবে বরিবে।
যে বরে সৃজন করে সে বরে নাশিবে॥
চলমতি চলচিত্ত মহা ভোলানাথ।
কাহারে কখন্ করে বিজয়-সনাথ॥
তাই ত তোমারে বলি শুন সাবধানে।
জয়াজয় দেখ যত আপনার বাণে॥
ভুজ-দর্প-বলে তুমি জিনিলে ভুবন।
ভুজদর্প-বলে তাহা করিবে রক্ষণ॥
ধনুকে করিবে ভর কারে না সাধিবে।
আপন পুরুষকারে আপনা রাখিবে॥
কাজ কি পূজনে আর কথায় কি কাজ।
পৌরুষী প্রভুতা এই অহে মহারাজ॥

সাধে কি শঙ্করী শিবে করি আমি গালি।
নগরের কালী কেন শ্মশানের কালী॥
আমারে কহিল কটু মৃতমাংসাশিনী।
আ রে আ রে কপালিনী কুলকলঙ্কিনী॥
কাজ কি কালীরে আর কুটিল কৌশলে।
মন্দির ফেলিয়া দাও সাগরের জলে॥
অথবা কালীরে তুমি সংবর এ বার।
সংগ্রামে এ বার যদি দেখা পাও তার॥
আসিব কহিল সেই কালিকার রণে।
ভয়ে হোক ভাবে হোক আসিবে গোপনে॥
অবশ্য রামের কাণে উঠিবে সংবাদ।
অনায়াসে কালী রামে ঘুষিবে বিবাদ॥
রাজ-নীতি মহাকূট মহা চমৎকার।
অরিতে নাশিবে অরি সেই সুবিচার॥
এত যদি কহে সিন্ধু চাহিয়া রাবণে।
ধীরে ধীরে পুর-দেবী কহে সম্বোধনে॥
অভাগা জননী আমি কি আর কান্দিয়া।
সাগরের কথা বাপা শুন মন দিয়া॥
দেখিলে আমার দশা আপন নয়নে।
যা হয় উচিত বাপা ভাব মনে মনে॥
সুরাসুর নাগ নর বিদ্বেষী তোমার।
দেখো রে লঙ্কার এই সোনার সংসার॥
কি দোষে দোষিণী আমি শিবের চরণে।
শঙ্করী হইলা সুখা আমার মরণে॥

কেন বা রামের সঙ্গে সাধিলে বিবাদ ।
এ আর সিন্ধুর কূলে ঘটিল প্রমাদ ॥
দহিল সোনার পুর দারুণ দহনে ।
পরনারী-নয়ন-গরল-হুতাশনে ॥
তাই ত তোমারে বলি অরে নৈকষেয় ।
পর-নারী পরিহর হইবি অজেয় ॥
রাজনীতি সার এই ভুবনে প্রকাশ ।
জিতের পীড়নে হয় জয়ের বিনাশ ॥
আর এক কথা বলি শুন সাবধানে ।
দাও সে রামের সীতা থাক নিজ মানে ॥
একের প্রভুতা যদি করিলে স্বীকার ।
অনায়াসে স্বর্গ মর্ত্ত রহে অধিকার ॥
তবে সে রামের তুমি কর আরাধন ।
সংসারীর এই রে নিয়ম সনাতন ॥
একের হইয়া দাস শাসিবে সংসার ।
ইন্দ্র শচী দাস দাসী হইবে তোমার ॥
সামান্য লঘুতা এই কেহ না গণিবে ।
যে জন গণিবে তারে রাজ-দণ্ড দিবে ॥
এই রূপে সংসার হইবে পুন বশ ।
ভয়ে হোক ভাবে হোক ঢাকিবে অযশ ॥
অথবা করুক যে করিবে উপহাস ।
পরের কথায় জয়ী না করে বিশ্বাস ॥
বিষম রামের শরে ভয় নাই যার ।
পরের কথায় এত ভয় কেন তার ॥

অপবাদে ভয় কর উপহাসে নয়।
ত্যজিলে রামের সীতা নিন্দা দূর হয়॥
উপহাস নিজ জনে না করে কখন।
যে করে সে অরি তারে করিবে শাসন॥
এত যদি পুরদেবী কহে হিত ভাষ।
কহিলা রাবণ রাজা ত্যজিয়া নিশ্বাস॥
যা তুমি কহিলে মা গো শুনিলাম কাণে।
অন্তর বধির মোর রাঘবের বাণে॥
গেল ভাই কুম্ভকর্ণ গেল মেঘনাদ।
কার তরে বানরে কহিব চাটুবাদ॥
কত বার কত ভাব করি আমি মনে।
চাটু বাণী না জানিলে না সরে বচনে॥
ভাবি যে রামের আমি করি সম্ভাজন।
সিংহনাদ তথাপি বদনে বিসর্জ্জন॥
ভাবি যে রামের সীতা না রাখিব ঘরে।
সূর্পনখা নাসা মন তবু না বিস্মরে॥
কেমনে ভুলিব সেই বন্য হনুমান্।
দিনে দুই প্রহরে দহিল পুরীখান॥
অথবা সকলি আমি পারি ভুলিবারে।
কেমনে করিব সন্ধি কহ মা আমারে॥
বরঞ্চ তোমার কোলে সমরে মরণ।
সন্ধির গরল তবু না সহে জীবন॥
রামের হাসিতে দেবি নাহি আসে যায়।
হাসিবে সুষেণ বুড়া পড়িয়া শয্যায়॥

অবমানে হনুমান্ কহিবে ডাকিয়া।
পদ সেবা কর মোর মন্দোদরী দিয়া॥
মস্তকে বহিয়া সীতা দাও অযোধ্যায়।
সম্মান কর রে তুমি ঋষি দেবতায়॥
তবে ত ঘুচিবে সেই রণের পিপাসা।
আবার কাটিয়া দাও ভগিনীর নাসা॥
জানি সে দয়ালু রাম বানর-মণ্ডলে।
সেনাপতি ভুলিবে সেনার কোলাহলে॥
সচিব-কৌশলে আর সেনার মায়ায়।
সেনানী সকল কথা শুনিতে না পায়॥
এত যদি কহিলা রাবণ
বিদায় বচনে দেবী করিলা রোদন।
যাইতে বাসনা নাই আবার ফিরিয়া চাই
আবার বিদায় দাও অরে সুবদন॥
একাকিনী অকূল পাথারে
অধীনীরে দেখো গো সাগর।
তোমারি ভরসা গাই তোমারি ভরসা চাই
তোমার শরণাগত আমি এ কান্তারে॥
ধীরে ধীরে রজনী পলায়।
মন্দোদরী কান্দে কেন শুনিবারে পাই।
অহে আমি গৃহমুখে যাই॥
জয় জয় পারাবার রাবণের সখি-সার
কুম্ভীর মকর তিমি লবণাম্বু ধায়॥
ইতি সিন্ধুরাবণসংবাদ নাম পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

এখন রজনী আছে যাও সে রাজার কাছে
কোকিলার কথা তুমি শুনো না শুনো না।
ওগো শশী করে ধরি যেয়ো না যেয়ো না॥

বিনয়ে বারণ করি রাণী আমি মন্দোদরী
যে তোমার বন্দী বেশ মোচনের তরে।
কত সাধে সাধি বিধু রাজা লঙ্কেশ্বরে॥

ভাল ঘরে বার মাস যতনে দিয়াছি বাস
উপকার না মানিলে কি বলিব আর।
সহজে তোমার শশী কলঙ্ক অপার॥

অথবা দেবের কোপ সহজে না যায় লোপ
অরি-বধূ ভাবিয়া যদি না দয়া হয়।
কাতরের কথা শশী হেলিবার নয়॥

চির দিন রাজ-রাণী কারে না বিনয় জানি
কারে না সাধনা করি বিনা লঙ্কেশ্বর।
সে আমি তোমারে সাধি অহে শশধর॥

এ হেন যামিনী শেষে পারাবার-তীর-দেশে
অবলার যাইতে নিষেধ বুঝি নাই।
তুমি বা দাঁড়াও বিধু আমি নিজে যাই॥

কোথা সে ভুবন-স্বামী উন্মাদ ভাবি যে আমি
কেন সে হৃদয়-দেব পুরীর বাহিরে।
কেন সে প্রাণের নাথ পারাবার-তীরে॥
কেন রে নয়ন তোর চারি দিক্ ঘন ঘোর
কেন রে সোনার পুরী মহাশূন্য-ময়ী।
আয় রে কোথায় বাপ পুরন্দর-জয়ী॥
তোমা বিনা গতি নাই সংসারে শুনিতে পাই
শৈশবে বাপের ঘর বয়সে পতির।
চরমে নারীর গতি সন্তান-শিবির॥
গহন গহ্বরে আর জলনিধি পারাবার
সসাগরা ধরা তলে নাহি সমাচার।
অঞ্চলের নিধি মোর কেন নিরাকার॥
সঙ্কটে দূষণ-পুরে কারাবাসী রহে দূরে
পিতা মাতা প্রিয় জনে ভাবে সদুপায়।
আমি যে কোথায় ভাবি তুমি যে কোথায়॥
নয়নে তিমির-ময় অন্তরে ভাবনা হয়
তিমির-ভবনে তুমি রহ রসাতলে।
গহ্বরে গহনে বিলে জলধির জলে॥
নিদারুণ রাজ-ভূমি চিনিতে নারিলে তুমি
ত্যজিল সকলে তোমা জলধির তীরে।
অকালে কঠিন প্রাণ ত্যজিল শরীরে॥
আমারি ঈর্ষ্যার তরে সীতারে আনিলা ঘরে
কেন বা আমারি সুতে পাঠাইলা রণে।
কহিব দারুণ আমি রাজা দশাননে॥

শুনিতে পরম নাম রাজ-রাণী রাজ-ধাম
কে জানে রাজার ঘরে কেহ কার নয়।
কে জানে রাজার মনে এত কথা হয়॥
জায়া সুতে মায়াহীন পর-চর্চ্চা-বিমলিন
চিন্তাভোগ-পরিহীন হসিত অধরে।
আপনা বঞ্চনা করে আপনার তরে॥
কারে ভাবে কারে চায় অধ ঊর্দ্ধে কেন চায়
সদাই বিমনা মোর পতি লঙ্কেশ্বর।
জন্মিয়া কখন সুখ না দিলা শঙ্কর॥
ধিক্ আর রাজ-ঘরে এ বার জনমান্তরে
জন্মিব পতির সহ শবরের ঘরে।
তোমারে আবার বাপ ধরিব উদরে॥
বাগুরা বিনিয়া করে তুষিব কৌমার-হরে
তুলিয়া তোমারে দিব কাননের ফল।
অজিনে মুছিয়া দিব নয়নের জল॥
হরিণী শিশুর সনে ভ্রমিবে বিজন বনে
আদরে দীঁদিবি-ধানা করিয়া চর্ব্বণ।
যতনে বান্ধিয়া দিব বাসিত ব্যঞ্জন॥
পিঠরে মাসর নিয়া কলসে সলিল দিয়া
শরাবে পূরিয়া তোমা দিব হরিতক।
আদরে কুটীর-দ্বারে দিয়া কিলিঞ্জক॥
পতি সহ সঙ্গোপনে বরঞ্চ বিজন বনে
বরঞ্চ তনয়-কোলে কলম্ব-সেবন।
এ হেন সোনার থালে নাহি আকিঞ্চন॥

না চাহি সমর আর পরিবাদ পরদার
না চাহি সিন্ধুর কূলে কনকের ঘর।
যেখানে মনের সুখ সেই সুনগর॥
ঐ সে সিন্ধুর জলে পতি সহ কুতূহলে
উড়ুপ বাহিয়া যায় ধীবরের মেয়ে।
আমি এ রাজার রাণী পথে কান্দি চেয়ে॥
পতি সে সমর করে তনয় সমরে মরে
কে শুনে আমার বাণী আমি পাই ব্যথা।
বরঞ্চ ধীবর শুনে ধীবরীর কথা॥
চির দিন অবরোধ সুখ শান্তি নাহি বোধ
ভূষণ-শৃঙ্খল-ভারে অলস-গামিনী।
নামেতে রাজার রাণী কাজেতে বন্দিনী॥
রাজ-চিন্তা রাজ-নীতি পতির পরম নীতি
সভয়ে বিমুখী সদা নহি আলাপিনী।
সহজে বিরহ-দশা তাহাতে সতিনী॥
পরোপরি জয়াজয় কখন নিজের নয়
পরেরি গৃহিণী সদা পরেরি অধীনী।
কে জানে অবলা-যোনি কেন যে গর্ব্বিণী॥
পতি করে পরদার আমি সহি গালি-ভার
আমারে বন্দিনী যত বলে পুত্রহতী।
এ দিকে সতিনী-জ্বালা ও দিকে দুর্গতি॥
আমি ত রাজার রাণী ভাল মন্দ নাহি জানি
গালি দেয় তবু তারা দয়া মায়া নাই।
সভয়ে বন্দিনীপুর নিকটে না যাই॥

কেমনে এমন ঘরে অবলা বসতি করে
আমি যে জীবন ধরি ধরি কথঞ্চিৎ।
প্রমীলা কেমনে জীবে অরে ইন্দ্রজিৎ॥
কেন বা অকালে তুমি বিশিলে সংগ্রাম-ভূমি
সহজে কোমল-তনু তুমি যে আমার।
দারুণ কুলিশ সেই রঘু-কুলাঙ্গার॥
পরমা রাক্ষসী সীতা শাশুড়ী হইল ভীতা
মিলিয়া দেবরগণ বনবাস দিল।
অভাগী আমারি ঘরে আসিয়া জুটিল॥
চারি দিকে পারাবার হাহাপূর্ণ ধূমাকার
এ কূল ও কূল নাই প্রথিত সংসারে।
কেমনে গিয়াছ তুমি পৃথিবীর পারে॥
একাকী রাজার শিশু অরি তাহে বিজিগীষু
সভয়ে সাগরে তুমি দিলে সন্তরণ।
আমারো চরম দশা জলধি-সেবন॥
গমনে অসুখ নাই যদি সে দেখিতে পাই
যদি সে কমল মুখ পুনরুপাগত।
তুমি যে গিয়াছ বাপ জনমেরি মত॥
কার ঘরে কার দ্বারে মা বলিয়া চাহ কারে
কে সহিবে শিশুকালে তোমার বিলাপ।
তুমি যে সোনার থাল ভাল বাস বাপা॥
কে তোমা জননী রূপে বাসনার অনুরূপে
ক্ষণকে নূতন বাস পরাইয়া দিবে।
তুমি যে বসন-সুখী সহিতে নারিবে॥

কে আর ভোজন মুখে মা বলিয়া মহা সুখে
কহিবে আমারে কথা বিবিধ সংবাদ।
কহিবে রাজার সহ দেবের বিবাদ॥
এই সে শয়নাগার কাঞ্চন ভূষণ-ভার
কেমনে হেরিব আমি কেমনে সহিব।
যে দেশে গিয়াছ তুমি সেই দেশে দিব॥
যে দেশে রহিবে তুমি সেই সে কনক ভূমি
আমি এ দহন-পুরে রহিতে নারিব।
আমি এ এমন ঘরে জলাঞ্জলি দিব॥
যোগিনী হইব আমি ত্যজিব ভবন স্বামী
ভ্রমিব তোমার তরে গহনে কান্তারে।
ডুবিব লঙ্কার আমি মহাপারাবারে॥
যে দেশে তোমার বাস সেই দেশে বার মাস
শশি-তারা দিনমণি করিবে প্রকাশ।
হইবে লঙ্কার ঘরে তিমিরের বাস॥
হইল বংশের শেষ তথাপি সমর-বেশ
দেখিব লঙ্কার পতি কত মায়া জানে।
দেখিব কেমন সুখ রাঘবের বাণে॥
চির দিন অভিলাষ পরভর্ত্তৃ-সহবাস
যেমন ভগিনী সেই সূর্পনখা দেবী।
তেমনি গুণের ভাই পরদার-সেবী॥
এই রূপে কহে রাণী করুণ পরুষ বাণী
নয়নে অরুণ রাগ মনের আগুনে।
বদনে লবণ বারি বহে মায়া গুণে॥

কবরী খসিয়া যায় সকলি উন্মাদ প্রায়
সহজে পরমা সতী মহা তেজস্বিনী।
অভয়ে সাগর-তীরে চলে তরস্বিনী॥
প্রথমে করুণ বাণী অনুধায় মহারাণী
প্রথমে নূপুর-বাণী পরেতে নূপুর।
সহসা আলোক-ময়ী জলধির পুর॥
অদূরে পৃতনা-পুরে সেনাপতি ভয়াতুরে
ডাকিয়া প্রহরী জনে কহে সমাচার।
সহসা হইলা দেবী পরিখার পার॥
কে শুনে কাহার বাণী ঝটিতি পলায় রাণী
জাহ্নবী সমান রূপ ফিরিয়া না চায়।
অদূরে রাবণ রহে সাগরের প্রায়॥
শরীরে কিরণ সরে নয়নে অনল ক্ষরে
কে জানে কোপনা বুঝি অভিশাপ করে।
সভয়ে রাবণ রাজা ধরে বাম করে॥
রহ রহ মন্দোদরী তোমারে প্রণাম করি
তুমি সতী আমি পাপী রাজা দশানন।
তোমারে প্রণতি আমি করি সে কারণ॥
জগতে ঘুষিবে সতী প্রণতি করিল পতি
ঘুষিবে তোমারি কথা ভারত ভুবন।
আমার নূতন নহে রমণী-বন্দন॥
যে সতী পরমা সতী তারে নমে সাধু-মতি
আমি যে অসাধু নিজে জানি চরাচরে।
আমি নমি যে সতী পতির নিন্দা করে॥

আর কি জীবন বাঁচে দয়িতা মরণ যাচে
সতী সাধে পতির সমরে নিপতন।
আয় রে মরণ তোরে করি আলিঙ্গন॥
ভগিনীর বৃথা দোষ না ভাব রামের রোষ
আমি কি রামের চেয়ে অত্যাচারিতর।
সে যে কাটে নারী-নাসা আমি নারী-হর॥
এই কি উদার নীতি ত্যজিয়া ধর্ম্মগ রীতি
কেমনে মানুষ সেই হাসিয়া হাসিয়া।
কাটিল জীবিত নাসা ভিন্দিপাল দিয়া॥
পরম দোষিণী জামি আমি দোষী জানি আমি
তথাপি রামের এই অতি অহঙ্কার।
কাটিলে সীতার নাসা কেমন বিচার॥
রাক্ষসী বলিয়া তার দয়া না হইল আর
আমি বা মানুষী জনে কেন দয়া করি।
কহ না নারব তুমি কেন মন্দোদরী॥
স্বজাতির পরাজয় জীবনে যদ্যপি সয়
কি সুখে লঙ্কার তবে কনকের ঘর।
কেন বা পুরার পারে পরিখা সাগর॥
বরঞ্চ তনয়-হীন কাননে ভ্রমিব দীন
বরঞ্চ রামের শরে নগরীর নাশ।
নপুন অধীন ভাবে পর-গৃহে বাস॥
সাধে কি বংশের নাশ করি আমি অভিলাষ
সাধে কি তনয়ে আমি সমরে পাঠাই।
পর করে প্রজা-পুরী দিতে সাধ নাই॥

দহিব নগর বাস করিব বংশের নাশ
আপনি আপন পুরী দিব ছার খার।
দেখিব কি সুখে রাম করে অধিকার॥
হইলে তনয় ক্ষয় জ্ঞাতিতে বিষয় লয়
হইলে জ্ঞাতির ক্ষয় গুরু জনে লয়।
বৈরীরে নগর দান কভু সিদ্ধ নয়॥
রাজা আমি লঙ্কেশ্বর শঙ্কা করে পুরন্দর
ইন্দ্রাণী আমারে পূজা করিবারে চায়।
সন্ন্যাসী হইবে প্রভু এ যে মহা দায়॥
কেমনে থাকিব দাস রাম-ঘরে বার মাস
কেমনে হইবে তুমি সীতা-সহচরী।
কাজ কি অধীন পতি অহে মন্দোদরি॥
নব নব অভিলাষ রমণীর বার মাস
কেমনে অধীন পতি পূরাইতে পারে।
পতি যদি অপারক কি সুখ সংসারে॥
আমি যদি রণে মরি কেন ভাব মন্দোদরি
তোমারে করিবে দয়া রাম দয়াময়।
আমি এ জীবিতে পুন কভু দয়া নয়॥
আমি যদি বন্দী হই রাঘবের ঘরে রই
কত যে বানরী-কুল লজ্জিবে তোমারে।
কেমনে করিব রক্ষা বল না আমারে॥
অধীনে রক্ষিতে নারে প্রভু কে বলিবে তারে
দারে না পালিতে পারে সে কি পতি পতি।
নয়নে সদাই জল সে বড় দুর্গতি॥

ব্যাকুল রামের শরে কে বলে সীতার তরে
সমর বাসনা করি আমি দীন হীন।
আর কি আমার আছে বিলাসের দিন॥
তুমি কি জান না সতি আমি না পরুষ-মতি
কখন তোমারে আমি করি না বঞ্চিত।
তবে যে বৈরিণী হরি সে যে রাজনীত॥
শবরে ঘেরিলে পরে ব্যাকুল প্রাণের তরে
শার্দ্দূল পলায় বনে ত্যজিয়া শীকৃত।
আমিও ত্যজিতে সীতা চাহি সশঙ্কিত॥
তবে যে ধনুক ধরি সে কেবল মন্দোদরি
রাজমান মহামান রাখিবার তরে।
ঘুচিলে দেহীর মান বৃথা কলেবরে॥
আপনি আপন বাণী কেমনে লঙ্ঘিবে মানী
প্রথমে সকল লোকে ঘোষণা করিয়া।
কেমনে সীতারে আমি দিইবা ফিরিয়া॥
ঘোষণা করিবে যাহা হউক দুষ্কর তাহা
তথাপি কখন তাহা নাহি বিলঙ্ঘিবে।
লঙ্ঘিলে প্রভুর মান কভু না রহিবে॥
জিনিয়াছি দশ লোক মরণে কিসের শোক
কেন বা নমিব আমি রাঘবের কাছে।
পারি বা না পারি তাহে বীরত্ব ত আছে॥
ভুবনে সকলে অরি মিছা ভাব মন্দোদরী
বিষম দুর্ভেদ এই অমর-মন্ত্রণা।
কেবলে রামের এই একাকী কল্পনা॥

বিরোধী সকল লোক আজি হোক কালি হোক
অবশ্য মরিব আমি অমরের করে।
বরঞ্চ মরণ ভাল রাঘবের শরে॥
যে দিকে যখন চাই কারে না দেখিতে পাই
সমর আমার সেই পরম শরণ।
হয় ত বিজয় রণে নয় ত মরণ॥
দেখিব বানর-স্বামী দেখিব কেমন আমি
করিব সমর-তলে অস্ত্র নিক্ষেপণ।
হয় ত ভুবন-লাভ নয় ত মরণ॥
হৃদয়ে প্রবোধ কর পরিতাপ পরিহর
বীর-মাতা তুমি দেবী বিদিত বিশেষে।
কি সুখ বাঁচিলে সুত পরবান্ দেশে॥
বিনয়ে বারণ করি ঘরে যাও মন্দোদরি
কেন বা রোদন তুমি কর পতিব্রতে।
সকলি নশ্বর এই পিনাকীর মতে॥
এত যদি কহে পতি পতিরে বিমুখী সতী
বদনে বিগত বাণী পুন যায় ঘরে।
সাগরে বিমুখী নদী উচ্ছ্বাসের ভরে॥
কহিলে শোকের কথা হৃদয়ে না হয় ব্যথা
প্রণাম করিলা পতি হিতে বিপরীত।
একে ত পরম শোক তাহে সশঙ্কিত॥
সমরে নিরত-মতি না শুনে বচন পতি
আমি এ আপনি মরি আপনার শোকে।
সম-সুখ-শোক লোক নাহি ভব-লোকে॥

প্রভাত হইল নিশা শশী দেশে যায়
আমিও অভাগী যাই আপনার ঘরে ।
তুমি কি আমার চেয়ে ভাব কুমুদিনী
তুমি ভাব দিনে আমি দিন দিনান্তরে ॥

হেস না হেস না তুমি ওগো কমলিনি
চির দিন না রহিবে পতির প্রতাপ ।
আমি সে তেমন হাসি আর হাসিব না
বড় ঘরে বড় জ্বালা বড় পরিতাপ ॥

এই রূপে মন্দোদরী ভাবিতে ভাবিতে
বেষ্টিত কিঙ্করী-কুলে চলিলা ভবন ।
ভাসিল সহস্র-কর মহানীল জলে
তর্জ্জিয়া পৃতনা-পুরে বিশিলা রাবণ ॥

ইতি মন্দোদরী-বিলাপ নাম
ষষ্ঠ সর্গ ।

সপ্তম সর্গ।

অদূরে বাহিনী-কুল জাগে চারি দিকে
ভিন্দিপাল করে ধায় দশমুণ্ডধর।
জাগিল গম্ভীর রবে অষ্টাদশ পুরী
সিংহনাদ করিয়া কহিলা লঙ্কেশ্বর॥

কেন কেন কেন অরে অরে ভিন্দিপাল
মানুষের সমরে হইলি দিক্ হারা।
অরাতি-নিপাতে তোর কই সে নিশ্চয়
কই তোর কাল-কণ্ঠে রুধিরের ধারা॥

জাগ জাগ জাগ অরে অরে বাহুবল
আরে রে মন্দর-গিরি-মহাপরাক্রম।
ঘেরিল পশ্চিম দিক্ রিপু-জলধিতে
কেন না মন্থনে আজি কর অতিক্রম॥

মনে কি পড়ে না সেই কৈলাসের চূড়া
তর্জ্জিয়া বিজয়-মদে তুলিলি যাহারে।
কোন্ অভিমানে আজি সন্ন্যাসী বানরে
তর্জ্জিবে তোদের এই পারাবার-পারে॥

তুমি কি রামের বাণ সহিবারে পার
আরে রে পর্ব্বত-মাথী মহা বক্ষঃস্থল।
কেন রে বসিয়া তবে পুরী-কারাগারে
সম্মুখ সংগ্রামে দল বানরের দল॥

মনে কি পড়ে না সেই দম্ভোলির নাদ
মন্দাকিনী-তটে সেই বাসবের পুরী।
কই সে বিজয় তেজ অরে সৈন্যগণ
কই সে কন্দর-ভেদী বিজয়ের তূরী॥

এখন ঘোটকী করে ক্ষুর কণ্ডূয়ন
বল্‌গিত খেলিতে চায় সংগ্রাম-নগরে।
এখন আলান দেশে ঘর্ষে দন্তভাগ
রণ-মত্ত করি-নাথ সংগ্রামের তরে॥

জাগ জাগ জাগ অরে অরে যোধগণ
লঙ্কার আকাশে ঐ বিজয়ের রবি।
এখনি পশ্চিম দিক্‌ হইবে নিস্তমা
বৈরীর বিজয়-সোম হইবে নিশ্ছবি॥

ঐ শুন ঐ শুন কলকল নাদ
ঐ রে লঙ্কার দ্বারে অহমহমিকা।
ধিক্‌ রে পিঙ্গল-কুল ধরিয়া জীবন
সংগ্রামে বানরী-চমূ হইল অধিকা॥

এ পারে সিংহল দেশ ও পারে ভারত
মধ্যেতে বিশাল এক বহে পারাবার।

কোথা এ লঙ্কার পুর কোথা সে কোশল
কিসের সম্পর্কে রাম করে হুহুঙ্কার ॥

কেন সে আনিবে সীতা পঞ্চবটী বনে
পঞ্চবটী বনে তার কিসে অধিকার ।
আমারি অধীন সেই দক্ষিণের বন
লঙ্ঘিবে আমার দেশ হেন সাধ্য কার ॥

আমারি বাটীর দাস রঘুবংশ-পিতা
রাম সে দাসের দাস কে চিনে তাহারে ।
সীতা যে তাহারি নারী কিসের প্রমাণ
মিছা গণ্ডগোল তার সমুদ্রের পারে ॥

আমি যে রাক্ষস-পতি রাম যে মানুষ
তার সঙ্গে আমার কিসের অনুহার ।
আমি যে খাদক তার সে যে খাদ্য হয়
সে কেন সংগ্রাম যাচে এ কি সমাচার ॥

সনাভি সতীর্থ নয় নহে কুটুম্বক
বান্ধিল সাগর সেই কাহার আদেশে ।
কোন্ অপরাধে সেই পীড়িল প্রজারে
রাক্ষসের প্রজা সিন্ধু জানে না বিশেষে ॥

মর্কট অভাব নাই পঞ্চবটী বনে
প্রস্তর অভাব নাই দ্রাবিড় কর্ণাটে ।
সহজে উত্তান-বেগ পশ্চিম সাগর
তাই সে বান্ধিল সেতু সিংহলের ঘাটে ॥